বাজীরাও।

অপরূপ গীতিনাট্য।



হিরণ্ময়ী, নন্দ-বিদায়, প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্র-প্রণীত।

প্রথম অভিনয় রজনী।

শনিবার।

সন ১৩১২ সাল, তারিখ ১৩ই শ্রাবণ।

গ্রাণ্ড থিয়েটারে অভিনীত।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী কর্ত্তৃক স্বর সংযোজিত।

শ্রীনিমাইচরণ বসুর অনুমত্যানুসারে।

প্রকাশক—ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং।

৯১ নং হ্যারিসন রোড, গ্রাণ্ড থিয়েটার

কলিকাতা।

 [মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

কলিকাতা,

৩/৪ নং গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট্‌,

মেট্‌কাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত।

১৩১২ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বাপ্পারাও	…	…	সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র।
নরহররাও	…	…	নরেন্দ্র নগরের রাজা।
দেবাদিত্য ভট্টাচার্য্য	…	…	নরেন্দ্র নগরের জনৈক ব্রাহ্মণ।
হারিত	…	…	সিদ্ধ মহর্ষি।
বালিয় ও দেব	…	…	ভীলকুমার (বাপ্পারাওয়ের চর)
বঙ্কবিহারি	…	…	রাজার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিপুত্র।

[illegible]	…	…	নরহররাওয়ের কন্যা।
আশাপূর্ণা শুভ্রশুদ্ধা প্রভান্বিতা পুষ্পমালা	…	…	ঐ সখিগণ।
রূপসীবালা	…	…	বঙ্কবিহারির বিমাতার ভগ্নি কন্যা।
সুন্দরী	…	…	দরিদ্র রাজপুত কন্যা।



প্রস্তাবনা।



বনভূভাগ সুশোভিত কুঞ্জবন।

কমলকুমারী, আশাপূর্ণা, শুভ্রশুভ্রা, প্রভান্বিতা ও
পুষ্পমালা উপস্থিত।

গীত।

আমরা শুধু আমোদ করি আমোদের তরে
আমোদ দিইনাক পরে।
আমোদ দিয়ে, ফিরে ফিরিয়ে নিতে
প্রাণ কেমন করে॥
তাইতে আমোদ দিই নাক পরে;
আমরা তাইতে আমোদ দিইনাক পরে
আমোদ পাওয়া বড় দায়,
আমোদ এসে এসে আপনি এসে
নইলে বা কে পায়,

এমন অমূল আমোদ পরকে দিতে
কার বা প্রাণ সরে।
তাইতে মোদের নিজের আমোদ
নিজ মনে ধরে
আমোদ দিই নাক পরে ॥

(বাপ্পারাওয়ের প্রবেশ।)

বাপ্পা। (স্বগতঃ) আজ আমোদের দিন, আমোদ করতে হয় আহা! এই পূর্ণিমার ঝুলন উৎসব, আমার পিতৃপুরুষদের বড় আমোদের সামগ্রী ছিল। সেই উচ্চ বংশের বংশধর আমি, আজ রাখালের জীবন নিয়ে, ঘৃণিত প্রাণ ছল ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছি! সদাই ভয় কখন শত্রুরা টের পাবে—স্বর্গীয় নাগাদিত্যের বংশ একেবারে লোপ পাবে? দূর হোক্, আজ ভাববার দিন নয়—আজ আমোদ কর্ব্বার দিন, এই সুন্দরীদের সঙ্গে একটু আমোদ করি। (প্রকাশ্যে) নিজেদের আমোদে নিজেরাই ব্যস্ত, নিজেরাই বিভোর, আপনারা কেগা ঠাকরুণ?

আশা। আমাদের আমোদে আমরা ব্যস্ত, আমরা বিভোর তায় বাধা দিতে এসেছেন, আপনি কেগা ঠাকুর?

বাপ্পা। কথাটা কি স্ত্রীলোকের মত হলো?

শুভ্র। মহাশয়ের জিজ্ঞাসাটাও কি পুরুষের মত হলো?

বাপ্পা। কেন নয়?

প্রভা। কেন নয়, বুঝিয়া দিতে হবে নাকি? বাহবা পুরুষ, বেশ।

বাপ্পা। ও কি?

পুষ্প। ও কি? ও ঠাট্টা?

বাপ্পা। ঠাট্টা কেন? অপরাধ?

আশা। অপরাধ খুব—স্ত্রীলোকে যে আগে পরিচয় দেয় না, এ সাদা কথাটা কি মহাশয়কে শেখাবার কেউ নাই?

বাপ্পা। কই থাকলে কি আর আপনাদের মত স্বার্থপর গুরুমশাই-দের বেত খেতে হয়?

কম। ও আবার কি কথা?

বাপ্পা। কি কথা? কোন্ কথা?

কম। ওই স্বার্থপর কথাটা—কানে সেটা তিরের মত বিঁধলো! ওই স্বার্থপর কথাটা!

বাপ্পা। তাই ইত! নয় কি?

কম। কি সে?

বাপ্পা। কি সে নয়? আমোদ কাউকে দোব না, নিজেরা ভোগ-কোর্বো! এটার নাম স্বার্থপরতা নয় কি?

কম। না—নয়! আমোদ পরকে কেন দোব? দিয়ে লাভ?

বাপ্পা। লাভ লোসকান খতালে আমোদ করাও হয় না আমোদ দেওয়াও হয় না।

আশা। না ঠাকুর! আপনার সঙ্গে আমাদের মিলছে না, আমরা বুঝি আমোদ নিজে নিজেই করা ভাল, অপর কাউকে দেওয়াটা ঠিক ভাল নয়, এতে আমরা লাভ লোসকানও খতাইনে—বেচা কেনারও ধার ধারিনে।

বাপ্পা। বটে? জোর কোরে আবদার? তা বেশ, আপনারা আপনাদের জন্য, নিজে নিজে আমোদ করুন! আমি, বাবা, সোরে যাই।

শুভ্র। সরা হোচ্ছে না ঠাকুর! আপনি দেখছি নূতন রকমের

আমুদে মানুষ ; পরকে আমোদ দিতে খুব মুক্ত হস্ত ! আপনার কাছ থেকে একটু নতুন রকমের পরকে দেওয়া আমোদ না নিয়ে আমরা আপনাকে ছাড়্‌ছি না !

বাপ্পা। এ আবার কি কথা ! আমোদ যাঁরা দিতে চান না, নিতে তাঁদের এত সাধ কেন ?

প্রভা। আমরা আমাদের মত আমোদ কাউকে দিতে চাই না এ কথা ঠিক। কিন্তু নতুন রকমের আমোদ পেলে নিতে যে চাই না একথা মশাইকে কে বল্লে ! নতুন রকমের আমোদ না নিলে, নতুন রকমের আমোদ করবো কি করে ? নতুন হোক, পুরোণো হোক্. আমোদ আমাদের চাই-ই চাই।

বাপ্পা। এটাও জোরের আবদারের কথা। স্বার্থপরতা ব'লে আর বেত খাবোনা. এটাও কিন্তু জোরের কথা, এখন কি আমোদ নিতে চান, বলুন। পুঁজ থাকে দিয়ে যাব।

পুষ্প। কিছু দাম চাইবেন না কি ?

বাপ্পা। ছিঃ ! আমোদ বেচা কেনা ? তাকি হয় বিনা মূলে !

কমল। ওলো ভাল কথা, বেশ মানুষ, কিনে নিই আয় !

বাপ্পা। কে নেবেন, নিন ? হাজির আছি।

আশা। সবাই নোব, কেউ একা না !

বাপ্পা। তাই নিন্।

শুভ্র। বাহবা বেশ। পুরুষের সাহস আছে !

প্রভা। সাহস না থাকলে আর এতটা হয় ?

বাপ্পা। . কতটা হয় ?

পুষ্প। যতটা চাওয়া যায় !

কম। কথা থাক এখন কাজ চাই ? আজ ঝুলন পূর্ণিমা।

আমরা এখানে ঝুলন মঞ্চে ঝুলবো, আর দুলবো—আমাদের অই আমোদ, আপনি মঞ্চ ধোরে দোলা দিতে জানেন? দোলা দিতে পারেন?

বাপ্পা। জানি—পারি!

কম। তবে দিন্!

বাপ্পা। আপনাদের মত সুন্দরীকে দোল দেবো এ ভাগ্যের কথা। তা মঞ্চ কই?

আশা। ওই যা, মঞ্চের রসি নাই যে?

কম। নাইবা থাকলো, ইনি এনে দিন্।

বাপ্পা। দোল দেওয়া আমোদ, তাই দেব। রসি আনাতো তা নয়! আনাবো কেন?

কম। তবে কি হবে?

শুভ্র। হবে আবার কি? এঁকে এনে দিতেই হবে।

বাপ্পা। এনে দিতে পারি, কিন্তু একাজটা বিনা মূলে নয়!

প্রভা। কেন নয়!

বাপ্পা। এ "কেন"র উত্তর নেই—পারি না এই কথা!

পুষ্প। না পাল্লে চোলবে না।

বাপ্পা। দাম না দিলেও আনবো না।

কম। কি দাম চাই?

বাপ্পা। দাম—আমায় বিবাহ!—

কম। আচ্ছা তাই হবে এনে দিন।

(বাপ্পারাওয়ের প্রস্থান।

আশা। ওকি রাজকুমারী?

কম। কি।

শুভ্র। বিবাহ।

কম। বিবাহ না খেলা!

প্রভা। খেলা যদি সত্যি হয়?

পুষ্প। কে জানে বলাও যায় না।

(রজ্জু লইয়া বাপ্পারাওয়ের পুনঃ প্রবেশ।)

বাপ্পা। এই রসি এনেছি! এতে হবে তো?

কম। হবে দাও!

বাপ্পা। বিবাহ হোক?

কম। হোক্।

(ওড়নার সহিত কাপড়ে গাঁটছড়া বাঁধিয়া সকলের
একটী তমাল তরু বেড়িয়া নৃত্য গীত।)

গীত।

আমরা খেলছি ভাল বেশ।
খেলা খেলছি ভাল, বিয়ের খেলা গায়ে গায়ে ঘেঁস ঘেঁস॥
হেথায় কেউ নেই আপন পর,
যেন সত্যি বাসর ঘর;
যেন সবাই মিলে এক হোয়েছি নাইক রেসা রেস্॥

বাপ্পা। তারপর?

কম। খেলা শেষ হোল এখন আমোদ!

বাপ্পা। (গাঁটছড়া খুলিয়া) আমোদ হোক্।

আশা। গাছে রসি পরাও।

(দড়ি লাগান)

শুভ্র। দোল্‌না টাঙ্গাও। (টাঙ্গান)

প্রভা। টেনে দেখেনাও। (তথাকরণ)

পুষ্প। আমাদের তুলে বসাও। (তথাকরণ)

কম। এইবার আস্তে আস্তে দোল্‌না দাও। (তথাকরণ)

সকলের গীত।

দোলা দাও ধীরে দাও ধীরে দাও ধীরে।
যেন ধীরে যায় ধীরে আসে ফিরে॥
জোরে দোল্‌না দিওনা,
দেখো হেচ্‌কে ছেড়োনা;
মজাদেবে যদি দাও সুস্থিরে।
দোলা দাও ধীরে দাও ধীরে দাও ধীরে॥





প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রাজোদ্যানমধ্যস্থ তমালতল।

কমলকুমারী ও সখী চতুষ্টয় উপস্থিত)।

গীত।

আমরা পাঁচটী মাধবী, বেড়েছি একটী তমালে।
হয়েছি পাঁচটীতে এক, একটীতে তাই পাঁচটী মজালে।
আমাদের আমরা বলার শেষ,
আমি তুমি আর রইলো নাক লেশ,
এখন একা হয়ে পাঁচ, পাঁচকে ল'য়ে, একায় মিলালে।
এক তমালই সুখের হবে পাঁচের কপালে॥

কম। কয়টীতে পাঁচ, পাঁচটীতে এক, কথাটি শুনতে ভাল, কইতে বেশ ; কিন্তু -

আশা। কিন্তু কি সই ?

কম। কিন্তু পাঁচে না হয় এক হোলেম, একে যিনি পাঁচ হবেন, তিনি কই ?

শুভ্র। তিনি আসবেন, তাঁকে আস্‌তে হবে।

কম। কবে আসবেন ? কখন আসবেন ? দিন যে বোয়ে যায় সই ?

প্রভা। দশবার না ডাকলে একটা যা তা প্রাণীর উত্তর পাওয়া যায় না, আর একা যিনি পাঁচ হোয়ে পাঁচের মন রাখতে আসবেন, তাঁর মত মহাপ্রাণ কি, এক ডাকেই ধরা দেবেন ?

কমল। তা যিনি না দেবেন, তাঁকে সর্ব্বস্ব অর্পণ কোর্ব্বে কি কোরে ?

পুষ্প। যেমন কোরে আর দশ জনে করে, আমরা তো আজ নতুন সর্ব্বস্ব অর্পণ কোত্তে যাচ্চিনা ; এমন সর্ব্বস্ব অর্পণ অনেকেই করে ; কিন্তু—

কমল। এ কথায় আবার কিন্তু কি ?

আশা। কিন্তু সই, সর্ব্বস্ব অর্পণ করার মত করা চাই, আর ডাকার মত ডাকা চাই, নইলে আজ ডাক্‌লুম, এস, আমার সোণার চাঁদ এস, আমার হৃদয় বল্লভ এস—, হৃদয় বল্লভ এলেন, আদর অপিক্ষে করলুম, কাল আর ছোঁ-ঘা দিলুম না। তাতে হয় কি ডাকার শ্রীও হয় যেমন, আসার শ্রীও হয় তেম্‌নি !

কমল। তবে তোমরা কি কর্ত্তে বল ?

শুভ্র। কি আর বলবো, এস প্রাণভরে, ভাল কোরে তাঁকে ডাকি।

কমল। আমরা তাঁকে তাঁকে যে বলছি আচ্ছা সে কাঁকে ?

প্রভা। ও হরি এই বুঝি কথা হ'লো ? এতক্ষণের পর কাঁকে ? যাঁকে পেলে আমরা বর্ত্তে যাই, এ জীবন যৌবন সার্থক করি ; সেই তাঁকে !

কমল। ভাল কথা ; আচ্ছা সই তিনি কেমন হোলে তবে আমাদের মন উঠ্‌বে ?

পুষ্প। যেমন না হ'লে আমাদের মন উঠ্‌বে না, তেমন না হ'লে আমরা ডাক্‌ব না।

কমল। আগে থেকে চিন্‌ব কি ক'রে ?

আশা। মনে মনে প্রাণে প্রাণে কল্পনার যে মূর্ত্তিটী গোড়ে রেখেছি, সেই মূর্ত্তিটী চাই।

কমল। চাইলেই কি পাই ?

শুভ্র। না পাই না পাই, ভাঙ্গব তবু মচ্‌কাবো না।

কমল। তাহলে যদি এ যৌবন বৃথায় যায় ?

প্রভা। যায় যাবে, বুকের আগুন বুকে জ্বলবে, পুড়ে ছাই হবে।

কমল। তাহ'লে তো সবই হোল ! কত্তে এলাম এক, হ'য়ে পড়লো আর, তাহ'লে নারী জন্ম না জন্মাইলেই হ'তো।

পুষ্প। আমি ও সব বুঝিনা, আমি বুঝি যেমনটী চাইবো তেমনটী পাবো ! না হ'লে কাঁদবো কাটবো, অভিমানের সাগর উথ্‌লে পৃথিবী ভাসিয়ে দোব।

কমল। আমরা যেমন্‌টী চাইবো তেমন্‌টী পাব, এ কথা যদি ঠিক হয়, তা'হলে দেখতে হ'বে, কে কেমনটী চাই, কে কেমনটী পাই

সকলের গীত।

সকলের গীত। আমরা সবাই ভাল চাই।
এমন ভাল চাই যে সে তার ভালর ভাল নাই॥

আশা।—আমি চাই ললিত কায়,
হেরে মদন মূর্চ্ছা যায়,
যাঁর মৃদুল হাসে মধুর ভাসে এ হৃদয় জুড়াই॥

শুভ্র।—আমি চাই সরল ভাব,
অতি সুন্দর স্বভাব,
যে ভাবে ভাব মিলাইয়ে উচ্চভাব পাই॥

প্রভা।—আমি চাই রসিক জন,
যিনি রসের মহাজন,
যাঁর রসের বশে অবশ হয়ে আপনা ভুলে যাই॥

পুষ্প।—আমি চাই মহা প্রেমিক
যাঁর প্রেম বড় সঠিক,
যাঁর প্রাণেতে প্রাণ মিশিয়ে দিতে সদাই আমি ধাই॥

কমল।—আমি চাইলো রূপবান্,
আমি চাইলো গুণবান্,
আমি চাইলো নরদেব,
যাঁরে যাচিঞা জানাই,
যাঁরে ভক্তিপুষ্প দিয়ে পদে আপনা বিকাই॥

কমল। তার পর?

আশা। তার পর তুমিও যেথা আমরাও সেথা, সব এক জায়গায়, এক আশায়, এক হোয়ে, বসে ভাবি এস, আর ডাকি এস।

শুভ্র। ডাকো আর যাই কর, ওদিকে ভাট গেছে কটক চর্চ্চাতে।

কমল। সেকি ? সেকি ?

প্রভা। তা বুঝি জাননা, ভাট গেছেন নাগর ধ'রতে !

কমল। কার ! কার ?

পুষ্প। কার আর ? তোমার, আমার, এর, ওর, তার। .

কমল। কই আমিত কিছুই শুনিনি ?

আশা। আমরা সকলেই শুনেছি ! আর পিতা মহাশয়দের যখন এতটা তাড়া পড়েছে, তখন একটা না একটা হোয়ে আর যাচ্ছেনা।

কমল। বটে ! তা হোক ; কিন্তু আমরা যেমনটী চাই তেমনিটী হবে তো ?

শুভ্র। সে কথা তুমিও যেমন জান, আমরাও তেমন জানি !

কমল। তাইতো তাহ'লে কি হবে ?

প্রভা। হবে আর কি, আমরা ভগবানকে ডেকে ডুকে যতটা কর্ত্তে পারি !

কমল। যদি মনের মত না হয় ?

পুষ্প। না হয় বাপ মায়ে দিচ্ছেন, ঝেড়ে, ঝুড়ে, ধুয়ে, পুঁছে ঘাড় তুলবো ! যে আস্‌বে, হয়তো সেই আমাদের মনের মত মানুষ হ'য়ে পড়বে।

কমল। তা হবে তা হবে, নইলে এতদিন যে আশা ক'রে প্রাণ ঢেলে, মন দিয়ে, মদন দেবের পূজা ক'রে আস্‌ছি, সে আশা কি তিনি বিফল কর্ত্তে পারেন ?

সকলের গান।

আমরা মনের মত ধনে সবে সই মনে মনে এঁকেছি।
এ কে যেমনটী যার তেমনটী তার, বুকে লিখে রেখেছি॥
যদি খেলায় মিলে যায়; আর করবোনা হায় হায়;
নইলে ভেবে নেব সার, অকুল পাথার ডুবে যেতে ব'সেছি।
ডুবে বুঝবো জানবো মিছার জীবন বেঁচে থেকে মরেছি॥

(সকলের প্রস্থান।)

(কমলকুমার ও রূপসীর প্রবেশ।)

রূপ।—রাজকুমার নাকি? তবু ভাল দেখা হোলো, প্রণাম!

ক-কু।—একি রকম প্রণাম! আমি রাজকুমার! বড়লোক, আমায় এই রকম প্রণাম?

রূপসী।—আজ্ঞে, মহামহিম মহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুত কুমার বাহাদুর ক, খ, গ, ঘ, ঙ, তবে কি রকম প্রণাম শ্রীযুক্তেরা গ্রাহ্য করেন?

ক-কু।—(গম্ভীরভাবে) সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, করযোড়ে, গলায় বস্ত্র হয়ে।

রূপসী।—সুধু তাই হোলেই হবে না, আর কিছু প্রণামী দিতে হবে!

ক-কু।—তা হবেই তো!

রূপসী।—সেটা কি?

ক-কু।—সেটা কি? শোন! সেটা প—য়ে—র—ফলা আকার আর মূর্দ্ধন্য ণ? বুঝ্‌লে?

রূপসী।—বুঝলেম "প্রাণ", তা' তাতো দেবার জন্য পণ করেই লেগেছি এখন নিন। (গলবস্ত্রে প্রণামোদ্যত)

ক-কু।—(হস্তে ধরিয়া উঠাইয়া) হোয়েছে! গিয়েছে এখন কথাটা কি?

রূপসী।—কথাটা সেই আমার মেসো মহাশয় অর্থাৎ আপনাদের বৃদ্ধ মন্ত্রী মহাশয় মৃত্যুকালে সমস্ত সম্পত্তি তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলেকে দিয়ে গেছেন!

ক-কু।—কাকে? বঙ্কাকে?

রূপসী।—হ্যাঁ তাকে। মাসীমা দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার কি না! কেবল খোরপোষ পাবেন।

ক-কু।—বেশ,—তার পর?

রূপসী।—তারপর আর কি? মাসীমার মহাদুঃখ, সোয়ামীর সমস্ত সম্পত্তিটা হাত ছাড়া হোলো।

ক-কু।—বেশ, তিনি এখন কি বলেন?

রূপসী।—তিনি বলেন ভাল—শুনে গায়ে জ্বর আসে।

ক-কু।—কি বলেন?

রূপসী।—বঙ্কাটা আজকাল বিয়ের জন্য পাগল, অথচ খোঁড়াকে কেউ মেয়ে দিতে চায় না। মাসীমা আবার বলেন, তুই বঙ্কাকে বুঝিয়ে পোড়িয়ে বিয়ে কর্।

ক-কু।—তা বেশ তো?

রূপসী।—বেশ বৈকি? অমন সুন্দর পুরুষ কি আমি হাত ছাড়া কত্তে পারি, কিন্তু সে পথে যে বাধা।

ক-কু।—বাধা কি?

রূপসী।—সে যে আমায় দেখ্‌তে পারে না।

ক-কু।—কেন?

রূপসী।—কেন, সেই জানে। মাসীমা ছেলে বেলা থেকে আমায়

মানুষ ক'রেছেন, তাঁর মন রক্ষার জন্য বঙ্কার কত খোসামোদ করি,—কত ভালবাসা জানাই, সে তা মানে না।

ক-কু।—কি বলে?

রূপসী। বলবে আর কি, ঝগড়া করে, কাঁদে, পালিয়ে যায়।

ক-কু।—তবে উপায়?

রূপসী।—উপায়? উপায় তুমি!

ক-কু।—আমি? আমি কি ক'র্ত্তে পারি?

রূপসী।—তুমি পুরুষমানুষ, তুমি সব কোর্ত্তে পার। বঙ্কার যাতে অপর কোথাও বিয়ে হয়, অথচ মাসীমার চক্ষে জল না পড়ে এমনটা কর।

ক-কু।—তার পর?

রূপসী।—তারপর আমার সর্ব্বস্ব তুমি! আমি অবোধ বালিকা আমায় রক্ষা কর!

গীত।

(আমি) আমায় নিয়ে তোমার পায়ে স'পেছি।
(স'পে) তোমায় আমার ক'রেছি,
আমি ভুলেছি আমায়,
ভাল বাসিয়ে তোমায়,
তুমি ময় আমি প্রভু হ'য়েছি॥

ক-কু।—বড় কঠিন সমস্যা রূপসী, ভাল দেখা যাগ কি কর্ত্তে পারি। আমি এখন আসি, উৎসবে উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

রূপসী।—এস, কিন্তু মনে রেখো।

(উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোচারণ (ক্ষেত্র।)

(পথ পার্শ্বে তরুতল দূরে গাভী বৎস সহ। এক পার্শ্ব হইতে বঙ্কবিহারী ও অপর পার্শ্ব হইতে রূপসী বালার প্রবেশ।)

বঙ্ক।—এ হে হে হে হে রূপসী যে?

রূপ।—ছিঃ! নাক সিট্‌কোতে আছে? আমায় দেখে অমন কোরে নাক্ সিঁট্‌কো না; তোমার অমন বাঁশীর মতন নাক, খারাপ দেখায় যে?

বঙ্ক।—আমার নাক শালা বাঁশীর মত নাইবা হলো, আমি হলুমই বা খ্যাঁদা, তোর কি? তুই আমার সুমুখে পড়বার কে?

রূপ।—আহা হা কর কি? অমন কোরে চোখ রাঙ্গাতে) আছে? তোমার অমন পটল চেরা চোখ; তাতে আবার সবে একটী! এখনি যে রক্ত ঝোরে পোড়বে, আর চেরা পটলটী তুব্‌ড়ে যাবে, ছিঃ! বঙ্ক! ছি! ছি! ছি! ও কি কর? অমন টুকটুকে লাল ঠোঁট, অমন মুক্তোর হালির মতন দাঁত দিয়ে কামড়ো না, দাঁত খামাটী মাল্লে তোমায় অসুরের মতন দেখায়, ছিঃ!—

বঙ্ক।—বেশ ক'রে দেখায়, তুই বলবার কে? আমার ঠোঁট শালা না হয়, সাদা ফ্যাক্ ফেকে, আর দাঁত হতভাগারা না হয়, একটু এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো বড়, তাতে তোর কি? ফের যদি কথা কইবি তো, এক চড়ে—

রূপ।—আহা হা কর কি, চড় তুলো না, চড় তুলো না, অমন

চাঁপার কলি আঙ্গুল যে কটা আছে থাকতে দাও, এখনি ঝোরে পড়ে যাবে যে, ছিঃ!

বঙ্ক। যায় যাবে তোর কি? ব্যায়রামে না হয় আমার দুই শালা আঙ্গুল খোসে গেছে, তাতে তোর কি হয়েছে, এখনি সুমুখ থেকে সোরবিতো সর্, নইলে এক লাথিতে—

(পদাঘাতোদ্যত ও পতন)

উহুহু বাবারে! মারে! মোলুম রে গেলুম রে—

রূপ। আহা হা! দেখ দিখিন, দেখ দিখিন, অমন আধ খানি পা কি তুল্‌তে আছে? ছি ছি! ওঠ, ওঠ, ধোরে তুল্‌বো নাকি? আহা খোঁড়া মানুষ—

বঙ্ক। (উঠিতে উঠিতে) খোঁড়া আছি আমি আছি তোর বাবার কি?

রূপ। আহা খোঁড়া মানুষ, একগাছা লাঠি নিয়ে বেরুলেই ত হয়!—

বঙ্ক। দ্যাখ রূপসী পোড়ার মুখী হতভাগী অনামুখী ফের যদি খোঁড়া বল্‌বি তো, তুই আছিস্ কি আমি আছি। ওই খোঁড়া বোলে বোলে, আর নানান নিন্দে কোরে, তুই আমার সব কাজ ভণ্ডুল কোরে দিয়েছিস্—ফের খোঁড়া?

রূপ। কই? আমি তো তোমার কোন কাজ ভণ্ডুল করিনি?

বঙ্ক। করিস্ নি? করিস্ নি? আচ্ছা, হরিসিংয়ের মেয়ের কত হাতে পায়ে ধোরে বে করতে রাজি করালুম্,—সে "বে" ভেঙ্গে দিলে কে? সে সর্ব্বনাশ আমার কে কোল্লে বল?

রূপ। তোমার সর্ব্বনাশ তো করি নি, তাকে সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি, তা তাতে আমার দোষ কি? আমিও কুমারী মেয়ে সেও কুমারী মেয়ে!

বঙ্ক। তবে রে সর্ব্বনাশি! তবে নাকি নয়? আবার বারণ কোচ্ছি, এবার যেখানে যোগাড় হবে, সেখানে যদি কিছু করিস্ তো দূর কোরে দোব।

রূপ। তা হবে না, দূর করা হবে না, তুমি দূর কোরে দেবে, আর আমি আমার মাসীকে বোলে আবার সেঁধুবো।

বঙ্ক। তবু আমার কাজে বাধা দিতে ছাড়বিনি?

রূপ। উঁহুঁ!

(গীত।)

রূপ। আমি সেটী ছাড়ছিনি,
আমি সেটী ছাড়ছিনি।

বঙ্ক। কেন কেন ছাড়বিনি,
কেন কেন ছাড়বিনি;
তোর বুকেত মুগুর মেরে পাথর ভাঙ্গিনি॥

রূপ। তোমায় বে কোর্ব্বে যে,
আহা জ্যান্তে মোর্ব্বে সে,

বঙ্ক। কেন কিসের তরে ম'র্ত্তে যাবে সে বল্‌তো ডাকিনী।

রূপ। তুমি কাণা খোঁড়া গন্না খাঁদা সব চেনাচিনি
তোমায় সবাই কয় চিনি॥

বঙ্ক। আচ্ছা হতচ্ছাড়ি তুই,
তুই নষ্ট দুষ্ট দুই;
তোর কেন সাধ বিয়ের তরে মহিষ-মর্দ্দিনি।
আনামুখী লক্ষীছাড়ি হাটের হাড়িনী॥

রূপ। আমি তোমার মত কই,
ছি ছি পায়ে ধরাতো নই

বঙ্ক। বেশ ক'রেছি পায়ে ধ'রেছি তোর ত ধোরিনি।

রূপ। ভাগ্যি ভাল আমি তো আর মোর্ত্তে বসিনি॥

বঙ্ক। তোর কেন এত দোষ ;
একটী দিনের তরেও তো তোর মন্দ বলি নি।

রূপ। তুমি যা বল আর যা কও আমি সেটী
ছাড়ছিনি আমি সেটী ছাড়ছিনি॥

বঙ্ক। তবে রে হতভাগী, ছাড়বিনি, ছাড়বিনি, তোকে খুন কোরে ফেলবো——

(উভয়ের দৌড়িয়া প্রস্থান)

(রাখাল বালকগণের গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হওন)

গীত।

নবদূরুবাদল শ্যামল শয়নে।
শায়িত ধেনুকুল আকুল নয়নে॥
বেণু নাহি বাজত,
শিঙ্গা নাহি গাওত ;
শিখী নাহি নাচত উল্লাসে কাননে॥
উচ্চ পুচ্ছ তুলি,
ধেনুবৎস গুলি ;
ফিরত না ঘুমত চঞ্চল চরণে।
বঞ্চিত সব হেরে কালিয়াবরণে॥

(বালীয়, দেব ও বাপ্পারাওয়ের প্রবেশ)

বালী। আহ্‌রে সাথিয়া, আহ্‌রে ভাইয়া; আহ্‌রে দাদা; এমনটী কেনো কর্‌ছিস? তোহার কি দুঃখু হইয়েছে বোল্‌,— হামরা ভালা করিয়ে দিবোঁ, জান দিলে ভাল হয়, জান্‌ দিব, হামরা ভীলের ছাওয়াল জানিস তো দাদা?

বাপ্পা। (অবনত মুখে নীরবে দীর্ঘশ্বাস)

দেব। মু নিচু কোরিয়ে নিশ্বাস্‌ ফেল্‌ছিস্‌—রা কারছিস না কেনো দাদা? হামরা কি তোহার পর্‌ আছি দাদা? তোহার লেগে বাপ্‌দাদা ছোড়িয়েছি, মা বহিন্‌ ছোড়িয়েছি, হামাদের বোল কি হোইয়েছে, তুহার মুখর নেহারলে হামাদের বুক বিদরে যায়, আখিঁ ফুটে জল বহিরায়, তাতো জানিস দাদা? বোল,— কি হইয়েছে বোল্‌, হামাদের আর দুঃখু দিসনা,—

বাপ্পা। ভাই বালীয়, ভাই দেব, তোমরা আমার বাল্য সাথি। আমি কে, কোন্‌ বংশে আমার জন্ম, আর আমি যে আজ কেন ব্রাহ্মণের গোপালক হোয়েছি, তাতো সমস্তই জানো। কিন্তু উহুঃ!—(দীর্ঘশ্বাস)

বালী। সব জানি দাদা সব জানি; আবার নিশ্বাস কেনো ফেল্‌লি দাদা? তুহারে কৈ কুছু কড়ুয়া কহিয়েছে? বোল দাদা বোল্‌? তার শির আর হামার কাঁড়; বিঁধলো— মারবো—শেষে মাট্টির ভিতর গাড়িয়ে ফেলে, তোহার জানের জ্বালা জুড়িয়ে দিবোঁ? আউর ভীলের ছাওয়াল স থিয়ার লেগে, কেঁমনে কাম করে দেখায়ে দিবোঁ।

বাপ্পা। (নীরবে দীর্ঘশ্বাস)

দেব। এঃ—ছিঃ—দাদা ? হামাদের তুই আপন বোলিয়ে বুঝিস্ না ? বড় মুস্কিলের কথা আছে।

বাপ্পা। না ভাই, তোমরা দুই ভাই ছাড়া, এ জগতে কে আমার আপনার আছে ? রাজার ছেলে তোমরা, আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোরে আমার পাছে পাছে এসেছো, তোমাদের কাছে আমি কি আমার দুঃখ না জানিয়ে থাকতে পারি ?

দেব। তবে বোল কি হোইয়েছে। বোল দাদা,—বোল, নইলে হামরা ছোড়ছি না।

বাপ্পা। আজ কয়েক দিন হলো, আমার প্রতিপালক মহাত্মা দেবাদিত্য ঠাকুর, আমাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা কোরে ছিলেন যে, যে কয়েকটা গাভী আমি চারণ কোরে থাকি, তাদের মধ্যে একটী পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধ সমভাবেই পাওয়া যায় ; কিন্তু সেই পয়স্বিনী প্রসূতির স্তনে বিন্দুমাত্র দুগ্ধ ক্ষরে না ; এর কারণ কি ? আমি উত্তর কোর্ত্তে পারিনি, সেই জন্য বড়ই লজ্জিত আছি !

বালী। হাঁ হাঁ দাদা বুঝনু ! আচ্ছা দাদা উও দেওদিৎ ঠাকুরজী কি মনে ভাবিয়েছে যে সূরজ বংশীয় রাজার ছাওয়াল তেনার গোয়ের খির সব খাইয়ে ফেলিয়েছে নাকি ?

বাপ্পা। আ হা হা, না, না, বন্ধু ! দেবাদিত্য ঠাকুর অতি মহৎ ব্যক্তি, তিনি আশ্চর্য্য হোয়ে জিজ্ঞাসা কোরেছেন মাত্র। এমন কি আমায় দুঃখিত দেখে, তিনি বারম্বার আমায় সান্ত্বনা কোরেছেন। এই যে ব্রাহ্মণ এই দিকেই আসছেন !

দেব। আচ্ছা দেখি দাদা। ভাল হোয় ভাল নইলে বেরামণ্ ঠাকুরকে সহজে—ছোড়ছি না ?

(দেবাদিত্যের প্রবেশ)

দেবা। বাবা শৈল, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; প্রসূতি নাম্নী গাভীর সম্বন্ধে আমি যে কথা বলেছিলাম, সে জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না; তুমি কে, কোন্ বংশে তোমার জন্ম, আর কেন যে তুমি এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে ছদ্মবেশে আছ, সে বিষয়ে আমি বিশেষ অবগত আছি। ব্রাহ্মণের কোন অপরাধ গ্রহণ কোরো না!

বাপ্পা। প্রভু! এমন কথা বলবেন না! আমি আপনার সন্তান —সন্তানে কি কখনও পিতৃদোষ গ্রহণ কোর্ত্তে পারে?

দেবা। ক্ষত্রিয় কুলতিলক! তুমি রাজরাজেশ্বর হও।

বাপ্পা। আপনার আশীর্ব্বাদ! কিন্তু এ আশ্চর্য্য রহস্যের মূল উদ্‌ঘাটন করা আমার কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি কোরলে, শুধু আপনার নিকট কেন, ভগবানের নিকটেও আমায় দায়ী হোতে হবে!

দেবা। উপযুক্ত বংশের, উপযুক্ত বংশধরের উপযুক্ত কথা বটে।

বালীয়। ঠাকুরজী! আমরা ভীলের ছাওয়াল আছি। আর কুছু বুঝি আর না বুঝি—আর হামাদের জানের জান এ সাথিয়ার বাৎ সাচ্ বলিয়া বুঝি! সাথিয়া যা বলবে সাচ্ বুঝ্‌বি আচ্ছা, না হোইলে এক কাঁড় বিধিয়ে দিবো হাঁ!—

দেবা। সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্রের কথা ধ্রুব সত্য—আমি ভাল জানি— বালীয়! এখন আমি আসি বৎস।

(দেবাদিত্যের প্রস্থান)

বাপ্পা। দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য দেখ, প্রসূতি গাভীটী ও দিকে একলা চোল্ল' দেখ! দেখতে হ'লো! ভাই দেব! ভাই

বালীয় ! তোমরা দুজনে গাভীগুলি. লয়ে গ্রামে যাও, আমি রহস্য ভেদে চল্লেম।

(প্রস্থান)

(রাখাল বালকগণের গান)

গীত।

আমরা নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে
গাইতে গাইতে যাইরে।
চল গাইতে গাইতে যাইরে ॥
সারি সারি সারি দুধারি দুধার,
ধেনু বৎস লোয়ে ভাইরে ॥
সেথা মা আছে দুয়ারে পথপানে চেয়ে,
চল চলে কোলে উঠিগে ঝাঁপাইয়ে
ক্ষীর সর ননী দুটি হাতে লয়ে
গিয়ে কাড়াকাড়ি কোরে খাইরে।
কাড়াকাড়ি কোরে খাইরে ॥

(রাখাল বালকগণের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

শৈল গহ্বর।

গহ্বর মধ্যে একলিঙ্গদেবের প্রতিমূর্ত্তি।

(পার্শ্বে যোগাসনে মহর্ষি হারীত উপবিষ্ট।)

(গাভী একলিঙ্গদেবকে দুগ্ধ দিতেছে)

হারীত। হে শঙ্কর!
কত দিন, কত দিন আর রব প্রতীক্ষায়?
করুণা কটাক্ষ তব,
কত দিন পরে হইবে নিক্ষিপ্ত—
হতভাগ্য ভারতের প্রতি?
অর্দ্ধাশন, অনশনে, কভু এক পদে, কভু ঊর্দ্ধ বাহু,
ডাকিতেছি তোমা মহেশ্বর,
ভোলানাথ, ভুলে গেছ ভারত সন্তানে?
জানত গো দয়াময়
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আশে পূজি না তোমায়!
কিম্বা স্বর্গ আশে, অর্ঘ্য লয়ে আসি নাই হেথা!
স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি মোর,
অতি হীন, অতি দীন হ'য়ে
অশন বসন তরে আছে পরমুখ চেয়ে।
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিতে যথা,
জটাঘাতে করিলে সৃজন।
বীরভদ্রে, রুদ্রদেব,
সেইরূপ সংরক্ষিতে দরিদ্র ভারতে



দেখাও আমারে হেন জন,
পরিত্রাণায় সাধূনাং
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়,
জন্ম যার হয়েছে ধরায়!
আর কিছু চাহি না গো প্রভো।

বাপ্পা। (স্বগতঃ)
অদ্ভুত মহান্ দৃশ্য বিশ্ব বিমোহন,
নিরজন শান্তি নিকেতন; নাহি রোল,
গণ্ডগোল—সংসারের কঠোর কল্লোল,
ধীরে বহে সমীর হিল্লোল! তরুলতা
বনস্পতি মৃদুমন্দ আন্দোলিয়া কায়
অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি প্রকাশে ধরায়।
বনস্থলী সুশীতল, সুবিমল ভাব,
সুনিদ্রিত শান্ত স্থির শ্যামল স্বভাব!
সূর্য্য করে নাহি তাপ, পশু পক্ষী সব,
নিঃশঙ্ক নিবসে বাসে, নিশ্চিন্ত নীরব।
নির্ঝরিণী নেচে ধায় পাষাণের গায়,
কঠোরে কোমলে কিবা মিলায় মিশায়
কঠোর না জ্বালা দেয়, কোমল না সয়
কঠোরে কোমলে হেথা শান্ত সমচয়!
যে সুখে অসুখ নাই যে প্রেমে বিরহ,
যে ভালবাসায় নাই সতত সন্দেহ,
যে স্নেহ সরস, ভক্তি সত্য সমুদায়,

যে বিশ্বাস, স্বতঃসিদ্ধ আসক্তি অপার
সেই সব পাইবার, এই যোগ্যস্থান।
মহাপুরুষের এই মন্দির মহান্।
হেথা কবি কাব্য পায় চিত্র চিত্রকর,
গায়কের কণ্ঠে ফুটে উঠে সপ্তস্বর ;
দুর্ব্বল সবল হয়, নিষ্ঠুর সদয়,
ভয়ার্ত্তের ভয় দূর, রুগ্ন নিরাময়,
মূর্খ সুপণ্ডিত হয়, পাপী পুণ্যবান্
রিপুপ্রপীড়িত করে রিপু বলিদান।
এই স্বর্গ, আর স্বর্গ না জানি কোথায়
অপার আনন্দ ধাম এই সে ধরায়॥

(একান্তে অবস্থিত)

(মহর্ষি হারীতের আসন ত্যাগ বাপ্পারাওয়ের প্রবেশ হইয়া প্রণাম।)

হারী। কে তুমি যুবক ? কহ কিবা প্রয়োজনে,
আসিয়াছ এ নির্জ্জন বনে ? পন্থাহীন
পান্থ তুমি এ দুর্গম ভূধর ভিতরে,
কেমনে প্রবেশি আসি হ'লে উপস্থিত।
কহ শুনি সত্যে মম সতত সম্প্রীত!

বাপ্পা। পূজ্যপাদ মহাভাগ! ধেনু অন্বেষণে
আসিয়াছি এ নির্জ্জন বনে, সত্যকহি,
মিথ্যা নাহি জানি, ধর্ম্ম মানি কহি পুনঃ
ধেনু দুগ্ধ নাহি পান পালক আমার

সহিয়াছি মৃদু তিরস্কার, তাই আমি
করিয়াছি অন্যায় আচার। দুরাচার
অজ্ঞান বলিয়ে দোষ ক্ষমুন আমার।

হারী। হে কুমার! চমৎকার তব ব্যবহার,
সত্যে তুষ্ট হৃদয় আমার, সদাচার
লক্ষণে প্রচার, সুলক্ষণ হেরি তব—
হইয়াছে প্রাণে মম মায়ার সঞ্চার।
দীক্ষা লহ শিক্ষা দিব তোমা,
তোমা হোতে হবে মম আশার সুসার।
ভস্মরাশি যাবে উড়ে ফুৎকারে তোমার,
ভাতিবে আবার এই সোণার সংসার।

বাপ্পা। অবোধ অজ্ঞান প্রভু বুঝিনা কিছুই,
কি যে অর্থ বাক্যে আপনার।

হারী। এ সংসার হইতেছে ছারখার রক্ষী তুমি তার!
তব করে রক্ষা ভার আজ্ঞা দেবতার!

বাপ্পা। মহাভাগ! চিনি না সংসার,
চিনি না কো কিছুই তাহার।

হারী। হাহাকার! হাহাকার!
এ সংসারে শুধু হাহাকার!
কলির প্রারম্ভ হোতে কি যে অত্যাচার
ঘটিতেছে এ সংসারে কিবা কব আর।
যার যাহা কার্য্য তাহা করে না কেহই,
অর্থলোভে আত্মহারা সবে; সগৌরবে
চলেছে ব্রাহ্মণ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন

যজন যাজন বিস্মরণ হইয়াছে,
করিয়াছে সার পর-প্রসাদ গ্রহণ!
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশজাত ক্ষত্রিয়ের দল,
উন্মত্ত বিহ্বল, ভুলি রণ রঙ্গ স্থল,
কোষবদ্ধ তরবারি ভিত্তিগাত্রে রাখি
ধরিয়াছে রমণী অঞ্চল;
বৈশ্যদল বিচঞ্চল, হইয়াছে অতি উচ্ছৃঙ্খল
বাণিজ্য-ব্যবসা নাহি চায়, শুধু ধায়,
উচ্চবংশজাত জানাইতে আপনায়!
শূদ্র যারা চিরদিন করিয়াছে হেথা—
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চরণ সেবন,
আজি তারা এ সংসারে সুযোগ পাইয়ে,
করিতেছে যথা ইচ্ছা, কে করে বারণ।
দেবতা সকল
ভবিষ্যের দ্বার খুলি মানস নয়নে,
দেখিছেন অত্যাচার, অনাচার আর,
বহুবিধ বিষম ব্যাপার—ঘটিবার
আসিছে সময়! পূর্ব্বকথা সূচনার!
বুঝাইব সকলি তোমায়। বুঝে লয়ে
দেবতার কার্য্য বাপ্ করিবে উদ্ধার!

বাপ্পা। যথা আজ্ঞা, শিরোধার্য্য আজ্ঞা আপনার!
অদ্য আমি অনুজ্ঞাপালন মাত্র সার!

হারী। এস তবে, সুপবিত্র শুদ্ধ চিতে আজি,
লভগে বিরাম ভূমিতলে;

মাতৃকোলে শিশু যথা নিদ্রা যায় নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
কালি প্রাতে রবি না উঠিতে উঠে এস।
ক্রোড় পাতি রব আমি বসি এইখানে।

বাপ্পা। যথা আজ্ঞা মহাভাগ! আমি ও চরণে,

(প্রণাম ও প্রস্থান)

হারী। কার্য্যশেষ এত দিনে মোরা পাইয়াছি
কর্ম্মবীর, ধর্ম্মশীল সুযোগ্য সুজন।
দীপ্ত বহ্নিকণা যেন ভস্মে আচ্ছাদিত।
এই কণা একদিন বিস্তারি বিপুল,
দাবানলে হবে পরিণত।
অত্যাচার, অনাচার ছারখার হবে মুহূর্ত্তেকে।
থেমে যাবে আর্ত্তনাদ বক্ষে ভারতের
ঘুচে যাবে চক্ষুজল আর্ত্ত পীড়িতের।
রক্ষিত হইবে পুনঃ রমণী সম্ভ্রম।
নিরুদ্বেগে রাখ সবে স্থাবর জঙ্গম।
ক্ষুধার্ত্তের হবে অন্ন, পিপাসীর জল।
পাবে পুণ্যবান্ পুনঃ স্বধর্ম্ম মঙ্গল।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

মদন মন্দিরের পথ।

(পূজোপকরণ হস্তে আশাপূর্ণা শুভ্র-শুদ্ধা,
প্রভান্বিতা ও পুষ্পমালার গান
করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

প্রাণের যিনি দেবতা তাঁরে প্রাণ দে ডাকি আয়।
এসে শূন্য আসন পূর্ণ করে বসতে হবে তাঁয়॥
তিনি পূর্ণ প্রেমময়,
কভু নহেন নিরদয়;
তাঁরে যেম্‌নি ডাকা তেম্‌নি দেখা আর থাকে না দায়॥

(বঙ্কবিহারীর প্রবেশ)

বঙ্ক। রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার বড় বিপদ!

সকলে। কি বিপদ বঙ্কবিহারি? কি বিপদ্?

বঙ্ক। বড্ড বিপদ! আমায় বাণ মেরেছে।

আশা। বাণ মেরেছে? কে?

বঙ্ক। মেরেছে, মেরেছে, বড্ড মেরেছে, একবারে আমায় ছট্‌ফটিয়ে দিয়েছে?

শুভ্র। কে মেরেছে?

বঙ্ক। মেরেছে, মেরেছে। যে মেরেছে, সে কি একটা মেরেছে, একেবারে পাঁচ পাঁচটা বাণ মেরেছে। উপরি উপরি পাঁচ

পাঁচটা বাণ মেরেছে। আমার দফাটা একেবারে নিকেশ কোরে দিয়েছে!

পুষ্প। পাঁচ পাঁচটা বাণ; আহা হা হা কে মেরেছে ভাই কে মেরেছে?

বঙ্ক। যে মেরেছে তাকে কি আর দেখতে পেয়েছি, তাকে কি দেখা যায়, আড়াল থেকে তাগ ক'রে মেরে দিয়েছে।

প্রভা। কোথায় মেরেছে?

বঙ্ক। কোথায় আর মার্ব্বে। মার্ব্বার জায়গা আর কোথায়? এই বুকে—এই বুকে মেরেছে। বুক ফুঁড়ে একেবারে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

আশা। আহাহা, তবে তো তোমায় বড্ড বিপদে ফেলেছে।

বঙ্ক। তবে আর বলছি কি? আমায় একেবারে ঘাল কোরে ফেলেছে।

শুভ্র। তা তো হবেই, একটা বাণেই রক্ষে নাই, তায় আবার পাঁচ পাঁচটা বাণ। তা তুমি কাউকে দেখিয়েছ টেকিয়েছ।

বঙ্ক। দেখাইনি! আজ ছয় মাস ধরে কত জনকে যে দেখিয়েছি তার আর কি বলবো? কত কেঁদে কোকিয়ে হাতে ধরে পায়ে পোড়ে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্ত্তে সেধেছি, কেউ কাণও দেয় না, দয়াও করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়।

পুষ্প। এ্যাঁ সেকি? হেসে উড়িয়ে দেয়? তা তোমার বাবার তো ঢের টাকা আছে। টাকার জোরে কত্ত বড় বড় ঘা ভাল হয়, আর তোমার এ বাণের ঘা শুকুচ্চে না।

বঙ্ক। এ ঘা কি সে ঘা? হাড়ে হাড়ে বেঁধায় ঘা! এতে রক্ত

ত পড়ে না, পুঁজ ত ঝরে না, অথচ জ্বালার চোটে অস্থির পঞ্চম—একেবারে অস্থির পঞ্চম।

প্রভা। তবেই তো, এতো বড় সর্ব্বনেশে কথা!

বঙ্ক। সর্ব্বনাশ বোলে সর্ব্বনাশ! আমায় একেবারে আকাশ পাতাল ভাবিয়ে তুলেছে। কি করে যে কি হবে, তা ভেবে ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছি না।

আশা। এখন উপায়?

বঙ্ক। তাই বলছি? এক উপায় আছে! এখন তোমাদের মধ্যে একজন, যেই হও না কেন, ইচ্ছে কোল্লে এর উপায় কর্ত্তে পার।

শুভ্র। আমরা পারি? আমরা ত কোন ওষুধ পত্তর জানি না।

বঙ্ক। হাঁ জানো, তোমাদের হাতে ধরি পায় পড়ি তোমাদের মধ্যে যে হয় একজন এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

পুষ্প। ছি! ছি! ছি! ও কি কথা? আমাদের দ্বারা যদি কোন উপায় হয়, তা আমরা এখনি কর্ব্বো, এর জন্যে আবার হাতে পায়ে ধরা কেন?

প্রভা। তাইত! হাতে পায়ে ধরা কেন? কি উপায় বল, আমরা এখনি তা কর্ব্বো বল, আমাদের মধ্যে কে তোমায় ভাল কর্ত্তে পারে?

বঙ্ক। সকলেই পার! আচ্ছা, আগে আশাকে বোল্ল দেখি, আশা যদি পারে, তা হোলে আর আমি কাউকে চাই না।

আশা। বেশ বল কি উপায় কর্ব্বো?

বঙ্ক। একটু পাশে এস, চুপি চুপি বলবো।

আশা। (পার্শ্বে আসিয়া) বল।

বঙ্ক। (জনান্তিকে) দেখ আশা, তোমার পায়ে পড়ি, আমি আজ ছমাস ধরে বিয়ের জন্যে পাগল হোয়ে বেড়াচ্ছি, কেউ বিয়ে কর্ত্তে চায় না, তা তুমি যদি দয়া কর; তা হোলেই—

আশা। আ মরণ! ও খোঁড়া বীর! এই তোমার অসুখ! দূর্! দূর্! দূর্! বোল্‌তে লজ্জা কল্লে না।

বঙ্ক। (শুভ্রার প্রতি) আমার পোড়া অদৃষ্ট! আশা তো রাজি হোলো না, এখন তুমি বড় দয়াবতী, তুমি যদি দয়া কর।

শুভ্র। (পার্শ্বে আসিয়া) কি বল?

বঙ্ক। দেখ অসুখ আমার আর কিছু নয়, কেবল বিয়ে করবার সাধ তুমি যদি—

শুভ্র। আহা হা, কি রসের কথাই বোল্লে গা। এই তোমার পাঁচ বাণ, মরণ আর কি? কাণা খোঁড়ার একগুণ বাড়া দূর্! দূর্! দূর্!

বঙ্ক। তুমি ও না, হা পোড়া কপাল! (পুষ্পের প্রতি) পুষ্প! তুমি ভাল মানুষের মেয়ে, তুমি যদি আমার মুখ চাও!

পুষ্প। (পার্শ্বে আসিয়া) ভাল, কি বলত আগে শুনি!

বঙ্ক। (জনান্তিকে) দেখ, আমি কাণাই হই, আর খোঁড়াই হই, আমি বড় মানুষের ছেলে, আমায় যে বে কর্ব্বে, সে টাকার কাঁড়ি বুকে করে শোবে, তাই বলছি, আমায় যদি বিয়ে কর—

পুষ্প। এই মরেছে, এই জন্যে এত কথা, তবু যদি হাতের আঙ্গুল গুলো খোসে না যেতো? দূর্! দূর্! দূর্!

বঙ্ক। সবই সমান, সবারই ঘেন্না (প্রভার প্রতি) এখন শেষ রক্ষে তোমার হাতে, তুমিও যদি না বল, তা হোলে, হয় আমি

জলে ডুববো, নয় বিষ খেয়ে মর্ব্বো। (ক্রন্দন স্বরে) এ ছার প্রাণ আর রাখবো না।

প্রভা। (পার্শ্বে আসিয়া) আচ্ছা কি বলতো শুনি, রাখবার হয় রাখবো বই কি?

বঙ্ক। (জনান্তিকে) দেখ প্রভা কি আর বল্‌বো, বল্‌তে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, তুমি যদি আমায় হতশ্রদ্ধা না করে আমায় বিয়ে—

প্রভা। আরে পোড়ার মুখো বাঁদর বামন হোয়ে চাঁদে হাত দূর! দূর! দূর! [প্রস্থান।

বঙ্ক। (স্বগত) সবাই দূর, দূর্‌ কোরে তাড়িয়ে দিলে, আমি আর এ প্রাণ রাখবো না। আমার কান্না পাচ্চে, ইচ্ছে কচ্চে, এক বার ডাকছেড়ে কাঁদি, আমার বড় কান্না পাচ্চে।

(রূপসীর প্রবেশ)

রূপ। আহা হা! তোমার কান্না পাচ্চে, কেন কান্না পাচ্ছে বঙ্ক বিহারী!

বঙ্ক। হ্যাঁ পাচ্ছে, বেশ হোচ্চে পাচ্ছে, তোর কি তুই মড়া এখানে মর্ত্তে এলি কেন?

রূপ। তা এলুমই বা, তুমি কাঁদ্‌লে তোমার চোখ মুছিয়ে দেবে কে? ছিঃ ছিঃ তুমি কেঁদ না?

বঙ্ক। হ্যাঁ কাঁদ্‌বো, খুব কাঁদ্‌বো, কেঁদে কেঁদে চোখের জলে নদী নালা ছিষ্টি কর্ব্বো? তোর কি?

রূপ। দেখ তুমি কাঁদ্‌লে তোমার মুখ খানা বড় বিট্‌কেল দেখায় তাই বলছি আর যা কর্ব্বে কর, কেঁদো না, বুঝেছ কেঁদ না? বিশেষ তোমার একটি মাত্র চোখ আছে, কেঁদে কেঁদে সেটী-কেও বিসর্জ্জন দেওয়া কি ভাল?

বঙ্ক। অ্যাঁ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার আমায় কাণা বলছিস্?

রূপ। না না কাণা বোলবো কেন? কাণা খোঁড়াকে কি কাণা খোঁড়া বল্‌তে আছে?

বঙ্ক। অ্যাঁ আবার খোঁড়া বল্‌লি? ঐ দুটো কথার জন্যেই তো আমার সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল?

রূপ। কি সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল? ওই ওরা বুঝি কুকুরের মত দূর্, দূর্ করে তাড়িয়ে দে গেল। আহা! তাতো দেবেই; তুমি কেন ওদের কাছে হ্যাংলাবিত্তি কর্ত্তে যাও।

গীত।

রূপ। (তুমি) আপন দোষে খাও ঝাঁটা।
ক্যাংলার মত হ্যাংলা হোয়ে, ফুল চেয়ে পাও কুল কাঁটা,

বঙ্ক। এ কাযের মজাই এই,
এ কাযে না ক্যাংলা সাজে এমন বেটা বেটাই নেই।

রূপ। তাদের হাতেই থাকে খেই,
তোমার মত খেই ছেড়ে কেউ নাচে না ধেই ধেই;

বঙ্ক। অমন নাচে অনেকেই,
জোর আটুনির ফস্‌কা গের আসল কথা সেই।

রূপ। (যারা) তেমন তর তাদের গেরো
তাতেই তারা সাত ঝাঁটা
ছি ছি তাতেই তারা সাত ঝাঁটা
যাদের কাছে তাদের মরণ
তারাই বলে ফেন্ চাটা।
(তাদের) তারা বলে ফেন্ চাটা॥

বঙ্ক। আচ্ছা বেশ! আমি ফেন্ চাটা, আমর বুকের পাটা নেই, আমি ধেই ধেই করে নাচি, আমার হাতে থেই নেই, আমি ফুল চেয়ে কুল কাঁটা পাই, নিজের দোষে ঝাঁটার বাড়ি খাই, তাতে দোষ কি? আমি কোথায় কি করি, তোর সে খবর রাখবার কিরে পোড়ারমুখী, হতভাগী?

রূপ। আহা! তা বুঝি জান! তোমায় কেউ দূর্ দূর্ করে তাড়িয়ে দিলে যদি তুমি গলায় দড়ি দাও, কি জলে ডুবে মর, কি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়, কি বিষ খাও, সেই জন্যে সব খবর রাখি, তোমার পেছনে থাকি।

বঙ্ক। তবে আজ যখন ওই হতভাগীদের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হোলো, তখন তুই ছিলি?

রূপ। ছিলুম না! ঠিক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলুম!

বঙ্ক। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলি তবেই ঠিক হোয়েছে।

রূপ। কি ঠিক হয়েছে?

বঙ্ক। তাইতো বলি একটু আগে তারা অতটা মায়া দেখালে, পাঁচ বাণের কথা—কতটা আত্মীয়ের মত কথা কইলে, সেই তারাই কিনা তখনিই একবারে বিগ্ড়ে গেল?

রূপ। তাতে কি হয়েছে?

বঙ্ক। কি হয়েছে? কি আবার হবে? তুই গাছের আড়াল থেকে ইসারা করে সব উল্টে দিয়েছিস্?

রূপ। সব উল্টে দিয়েছি? বেশ, বেশ বেশ বলেছ।

বঙ্ক। অবিশ্যি দিয়েছিস্ কেন দিয়েছিস্ বল? আজ তোরি এক দিন কি আমারি একদিন। বড্ড দাগা দিয়েছিস,—কেন দিয়েছিস বল্?—

রূপ। সেটী বোলছি না।

বঙ্ক। বলবি নি? এখনি তোর চুলের ঝুঁটী ধরে, তুলে আছাড় মার্ব্বো!

রূপ। খোঁড়া ভাঙ্গড়ো মানুষ, তুলতে গেলে পোড়ে যাবে যে। না না, তুলে আছাড় মেরে কাজ নেই।

বঙ্ক। কি? আবার ওই কথা? দেখি আজ তোকে কে রক্ষে করে। (কেশাকর্ষণ)

(বেগে বালীয় ও দেবের প্রবেশ)

বালী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ মরদ মানুষ হোইয়ে মাদীমানুষের সাথে লাড়াই? বাপ রে বাপ।

দেব। ওরে দাদা ছাড়িয়ে দে, ছাড়িয়ে দে, অমন করিস্ না, অমন কাজ করিস্ না। বদনামি হোবে।

বঙ্ক। হয় হবে আমার হবে তোদের কি? তোদের কে মধ্যস্থি কর্ত্তে ডেকেছে?

বালী। তবে ছাড়বি না?

বঙ্ক। না।

দেব। আবার বলি ছাড়িয়ে দে!

বঙ্ক। না দোব না।

বালী। না! দেবো না! এই দেখ কেমোন করে ছোড়িয়ে দি। (বলে হস্ত হইতে কেশ ছাড়াইয়া) জানোয়ার জানোয়ারেরা যা না করে তুই তা করছিলি? ছিঃ।—

(রূপসীর প্রস্থান)

বঙ্ক। তোমরা কে?

দেব। হামরা কে? হামরা ভীল আছি দাদা! হামরা হাত গ্যণতে জানি, জাড়ি জাড়া অষুধ পত্তর জানি আর মন্তর তন্তর—

বঙ্ক। মন্তর তন্তর জান? বশীকরণের মন্তর জানো।

বালী। হ্যাঁ জানি দাদা!

বঙ্ক। জান? তবে যদি আমার একটি কাজ করে দাও। আমি তোমাদের দুজনকে বড় মানুষ করে দেব।

দেব। কি কাজ দাদা।

বঙ্ক। একটা মেয়ে মানুষকে বশ করে দেবে?

বালী। ভাল দিবো?—

বঙ্ক। কখন দেবে আজই তো?

দেব। আজ হোবে না দাদা, আজ হোবে না। মন্তর তন্তর যোগাড় যাগাড় করতে হবে, তবেত হবে!

বঙ্ক। তবে কাল।

বালী। হ্যাঁ কাল দিবো।

বঙ্ক। তোমাদের বাসা কোথায় বল, আমি কাল গিয়ে তোমাদের ডেকে আনবো?

দেব। বাঁসায় যাইতে হোবেঁ না, হামারা কাল এমনি সময় এই জায়গায় আসবোঁ জানিস দাদা এইখানে তোর সাথে দেখা হোবে। কিন্তু দেখিস মাদী মানুষের গায়ে আর হাত তলবি না? বুঝলি?

(উভয়ের প্রস্থান)

অন্যদিক হইতে গান করিতে করিতে আশাপূর্ণা, শুভ্রশুদ্ধা, প্রভান্বিতা ও পুষ্পমালার প্রবেশ।

গীত।

আমরা কোন পথে যাব।

কোন পথে মনমথে পেয়ে মনকে মাতাব ॥

বঙ্ক। (আমি) আগলে আছি পথ,

(আমার) পুরাও মনোরথ,

আ, শু, প্র, পু। (আহা) তোমার মত হ্যাংড়া নাগর আর কোথায় পাব ?

আর কারে বা দেখিয়ে কলা বানর নাচাব ॥

রূপ। হ্যাঁগা ভাল মানুষের ঝি,

এয়ার রূপের কমি কি ?

বঙ্ক। আমার মনের কথা ঠিক বলেছে প্রাণ খুলে রূপসি

আমার রূপের কমি কি ?

আ, শু, প্র, পু,। তোমার রূপনে ধুয়ে খাও,

রূ। ধুয়ে তোমরা আগে নাও,

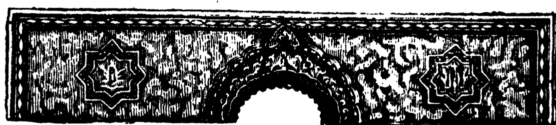
বঙ্ক, রূপ। বেশ বোলেছে তোমরা খেলে শেষ পেসাদ পাব।

তোমাদের শেষ পেষাদ পাব ॥

আ, শু, প্র, পু। (আমরা) এমন খাওয়া খাইনি যাতে তোমায় খাওয়াব।

পাতে পেষাদ পাওয়াব ॥

পটক্ষেপণ।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

(রাজা নরহর রাও, সভাসদ্‌গণ ও দেবাদিত্য উপস্থিত।)

নর। ব্রাহ্মণ! সত্য বল!

দেবা। ব্রাহ্মণে মিথ্যা কথা বলে না।

নর। ব্রাহ্মণে মিথ্যা কথা বলে না; তবে বৈশ্যে বলে, না শূদ্রে বলে, আজ কালের ব্রাহ্মণকে আমি বিশ্বাস করি না, কি বলহে সভ্য সখা।

১ম সভা। আজ্ঞা হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে মহারাজ!

নর। তাই বলছি ব্রাহ্মণ! মাথার পানে চেয়ে সত্য বল, মিথ্যা বলে কাঁচা মাথাটা হারিয়ে যেও না, আমায় জান তো?

দেবা। আজ্ঞা হ্যাঁ খুব জানি! পেটের আর প্রাণের দায়েই আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। শম্ভুর রাজকুমার প্রথমে একটু অসম্মতিসূচক ভাব প্রকাশ করেন—

নর। বটে বটে তার পর?

দেবা। তার পর বিশেষ অনুরোধ, রাজকুমারীকে বিবাহ কোর্ত্তে সম্মত—

নর। অনুরোধ? অনুরোধ কেন? আমার কি সৈন্য সামন্ত নাই! যে কাজ বলে হোতে পারে, সে কাজে অনুরোধ উপরোধ কি?

দেবা। আজ্ঞা, সহজে যদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তা হ'লে আর নররক্তে বসুধা প্লাবিত কোরে ফল কি?

নর। নর রক্তে! হো হো হো নররক্তে। নর রক্ত কোথায় ঠাকুর! সৈন্যগুলো ত ক্রীতদাস, পদতলে দলিত হবার জন্যেই তাদের জন্ম। তাদের রক্ত, আর ইঁদারার জল একই, যত ইচ্ছে খরচ কর। তাদের জন্য আবার মায়া কি? আমার পশুশালার পশুদেরও আমি তাদের চেয়ে যত্নে রাখি। প্রজা আর সৈন্য কেন? কেবল পীড়নের জন্য বইতো নয়।

দেবা। সে যাই হোক, এখন তিনি সম্পূর্ণ সম্মত।

নর। আমাদের চার জনের যে, চারটী কন্যার পাত্র দেখ্‌তে বোলেছিলেম, তার কি হ'ল ঠাকুর?

দেবা। তাও স্থির হ'য়েছে।

নর। ভাল এখন দিন স্থির কর!

দেবা। আজ্ঞা মহারাজ! তৎপূর্ব্বে আর একটা কার্য্য আছে।

নর। কি ?

দেবা। রাজকন্যার করকোষ্ঠী দেখে সে সংবাদ সেথায় প্রেরণ কর্ত্তে হবে।

নর। ভাল ব্রাহ্মণের ভণ্ডামিত সর্ব্ব কাজেই আছে ; এখন কুমারীকে আমি আনাই, দেখে শুনে স্থির ক'রে, গোটাকতক শাস্ত্রীয় বচন লিখে পাঠাও। প্রাপ্যটা যত বাড়ে ততই ভাল ! কি বলহে সভ্যসখা ! হা হা হা !

১ম সভা। আজ্ঞা তা বই কি মহারাজ ! ওঁরা কেবল গোগ্রাসে ভক্ষণ কর্ত্তেই মজবুত। গো ব্রাহ্মণ কিনা ? গরু আর ওঁরা একই !

নর। ওরে কে আছিস্, কমলকুমারীকে এখানে আস্তে বোলে আয় তো !

(প্রতিহারির প্রস্থান)

২য় সভা। আমাদের কন্যা কয়টীর পাত্র, কোথায় স্থির হ'লো ?

দেব। আজ্ঞা ওই শম্ভরেই ! তাঁরা কুলে, শীলে, ধনে, মানে, খুব উচ্চ ; আপনাদের সমকক্ষ।

১ম-সভা। বেশ্, বেশ্, দেবাদিত্য ঠাকুর ! বড় ভাল।

২য়-সভা। খুব ভাল, তবে একটী বড় দোষ আছে !

নর। কি দোষ ?

২য়-সভা। ব্রাহ্মণ কিছু স্ত্রৈণ !

দেবা। পরদার প্রিয় অপবাদ অপেক্ষা, স্ত্রৈণ অপবাদ ভাল।

(সখীচতুষ্টয়সহ কমলকুমারীর প্রবেশ)

কমল। পিতঃ আমায় আহ্বান কোরেছেন ?

নর। হ্যাঁমা ! এই দৈবজ্ঞ ঠাকুর, তোমার করকোষ্ঠী দর্শন কর্বেন !

কমল। কেন ?

নর। কেন কি ? তোমার বিবাহ ! বিবাহার্থী তোমার সম্বন্ধে সমস্ত অবগত হোতে চায়, তাই।

কমল। যে আজ্ঞা।

নর। ব্রাহ্মণ ! হাত দেখ।

দেবা। দেখি মা, তোমার হাত দেখি !

(কমলকুমারীর হস্তদর্শন।)

নর। ওকি ব্রাহ্মণ ! মুখখানা অমন বিকট ক'চ্ছ কেন ?

দেবা। আজ্ঞে না তাই—না—তাই—

নর। তবে না কি ?

দেবা। আজ্ঞে না তাই বল্‌ছি। এ যে বড় অভাবনীয় ব্যাপার !

নর। কি ? কি বলছো খুলে বল, শীঘ্র বল।

দেবা। আজ্ঞা মহারাজ ! এ কন্যা বিবাহিতা।

নর। কি ? কি ? কি বোল্লে ?

দেবা। আজ্ঞা বিবাহিতা !

নর। ও কি কথা ব্রাহ্মণ রহস্য ক'চ্চ ! প্রাণের ভয় নাই ? রহস্য ক'চ্চ ?

দেবা। রহস্য নয় মহারাজ ! সত্য বলছি !

নর। কমলকুমারী ! শুন্‌চো ! ব্রাহ্মণ বলে কি ? চুপ করে কেন ? শীঘ্র উত্তর দাও !

কম। পিতঃ ! আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

নর। বুঝতে পারলে না কি ? হয় তুমি বেশ বুঝতে পাচ্চো, নয় এ ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলছে ? আমি স্পষ্ট কথা শুন্‌তে চাই !

হয় তুমি, নয় যার কথা মিথ্যা হবে, এখনি তার শিরচ্ছেদ কোর্ব্ব! বল, শীঘ্র বল, তুমি বিবাহিতা ভট্টজী এ কথা বলে কেন?

কম।—তা আমি জানিনা।

নর। জান না? বেশ্! ব্রাহ্মণ! মিথ্যা বোলেছ, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

দেবা। মা কমলকুমারী! তুমি সত্য সত্যই বিবাহিতা, সত্য বল? ব্রহ্মবধ পাপে তোমার পিতাকে পাপী কোর্‌চ।

কম। সত্য বলছি আমি কিছু মনে আনতে পাচ্ছি না!

নর। মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ! এখনি তোর শিরচ্ছেদ হবে।

(তরবারী উন্মোচন।)

১ম-স। মহারাজ! শাস্ত্র মিথ্যা হয় না, গণনা মিথ্যা হয় না।

নর। তবে কুমারী সত্য কথা বলুক। নচেৎ মস্তক এখনি কর্ত্তন কোর্ব্ব!

২য়-স। মা সত্য কথা বল!

কম। আমার তো কিছু স্মরণ হয় না।

নর। স্মরণ হয় না পাপীয়সী। সত্যসত্যই তুই বিবাহিতা। ব্রাহ্মণ কেন মিথ্যা বলবে? সত্যই তুই আমার অগোচরে আমার কুলে কালি দিয়েছিস, এখনি তোর শিরচ্ছেদ কোর্ব্ব!

২য়-স। মহারাজ ক্রোধ সম্বরণ করুন! স্ত্রীবধ মহাপাপ।

নর। আমি রাজা, ঈশ্বরের সমতুল্য ব্যক্তি আমার আবার পাপ কি? আর যদিই পাপ হয়—হোক, অমন দুশ্চরিত্রা কন্যার মরণই মঙ্গল!

১ম-স। একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের কন্যারা জানে কি না জিজ্ঞাসা করি! আশাপূর্ণা! তোরা কিছু জানিস্?

আশা। জানি না। আর জানি কিনা তাও ঠিক বোলতে পারি না।

১ম-স। একি কথা! ভট্টজী ওদের হাতটা এক একবার দেখুন দেখি?

দেবা। (একে একে চারি জনের হাত দেখিয়া)
একি? একি? একি? একি? এ যে দেখছি সকলেই বিবাহিতা!

১ম-স। কি বল ঠাকুর?

দেবা। আজ্ঞে হ্যাঁ, মিথ্যা কথা বোলে আমার লভ্য কি?

নর। না, না, মিথ্যা নয়, সব সত্য, সব সত্য। এ হতভাগীরা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে। কুল মান পায়ে দ'লে আমাদের উঁচু মাথা হেঁট কোরেছে। আর মমতায় কাজ নাই। কলঙ্কিনী কন্যা গুলোকে এ পৃথিবী থেকে দূর করে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

(তরবারী উন্মোচন)

(বেগে কমলকুমারের প্রবেশ)

ক-কুমার। মহারাজ ক্ষান্ত হোন্ ক্ষান্ত হোন্—

নর। কে ক্ষান্ত হোতে বলে! ওঃ-কুমারজী; কুমারজী! ক্ষান্ত হব, কেন ক্ষান্ত হব? তুমি জাননা কি সর্ব্বনাশ হয়েছে। অকলঙ্ক কুল আমার কলঙ্ককালীমায় মণ্ডিত হ'য়েছে। তোমার পিতার উচ্চশির অবনত হ'য়েছে। যে সাপিনীকে এতদিন বক্ষে লয়ে পালন কোরেছিলেম আজ সেই সাপিনী

সেই বক্ষে দংশন কোরেছে। অসহ্য কুমারজী! অসহ্য বেদনা। আমায় বাধা দিওনা। কলঙ্কিনী কুলটার শোণিতে আজ আমার এ হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাণ কোর্ব্ব।

ক-কুমার। পিতঃ! শান্ত হোন, অকস্মাৎ কোন কার্য্য করা আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির উপযুক্ত নয়।

নর। অকস্মাৎ নয়! অকস্মাৎ নয় কুমারজী! অকস্মাৎ নয়! ও ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ ভূত ভবিষ্যৎ বক্তা। আমি আমাকে অবিশ্বাস কোর্ত্তে পারি; কিন্তু গণনাকে অবিশ্বাস কোর্ত্তে পারি না। গণনায় স্থির হ'য়েছে, পাপীয়সীরা বিবাহিতা—

ক-কুমার। পিতঃ! গণনা মিথ্যা হয় না, আমি স্বীকার করি, কিন্তু ভ্রম প্রমাদ সকলেরই আছে, এ কথাও অস্বীকার্য্য—নয়। আপনি আমাকে এক পক্ষ সময় দিন, এক পক্ষের মধ্যে এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ কোরবো। সত্য হয় বিষবল্লরী ছিন্ন কোরে, পিতৃসম্ভ্রম রক্ষা কোরবো!

দেবা। মহারাজ! আমারও অনুরোধ এক পক্ষ সময় দিন।

১ম-স। মহারাজ! আমাদের সেই অনুরোধ!

নর। ভাল স্বীকার কোল্লেম, কিন্তু কেবল এক পক্ষ সময় মাত্র।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শৈল গহ্বর।

গহ্বর মধ্যে একলিঙ্গদেবের প্রতিমূর্ত্তি।

মহর্ষি হারীত উপবিষ্ট।

হারী। শিব শম্ভু,
শশিশেখর হর গঙ্গা শির'পর
লট পট জটাজূট ত্রিশূলী মহেশ্বর।
শিব শম্ভু,
অস্থি মাল গল দল দল দল দল
ভাঙ্গ বিভাক্ষিম ত্রিনেত্র উজ্জ্বল,
পন্নগ ভূষণ, ভস্ম বিলেপন ;
হর হর শঙ্কর বিভোর দিগম্বর।
শিব শম্ভু ;
বব ব্যোম বব ব্যোম গালবাদ্য ঘন
ডমরু ডিডি, শৃঙ্গ নিনাদন
তাণ্ডব নর্ত্তন, ত্রিভুবন কম্পন
হর হর হর হর ভয়রোঁ ভয়ঙ্কর।
শিব, শম্ভু ॥

(প্রতিমূর্ত্তি হইতে মহাদেবের উত্থান।)

মহা। ঋষিবর। স্তবে তুষ্ট করিলে আমায়।
কোন্ কার্য্য করিব তোমার, কহি সার,
বাঞ্ছা যদি থাকে কিছু তব, কহ মোরে,

অবিলম্বে পূরাইব না করি বিচার।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করা প্রকৃতি আমার।

হারী। ভক্ত তব সদানন্দ সমগ্র সংসার
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন সকলি তোমার,
এ বিপদে করহ উদ্ধার, অনাচার
অত্যাচার, অবিচারে ত্রস্ত ত্রিসংসার,
নাহি সত্য, নাহি ধর্ম্ম, সব একাকার।
সেই ধর্ম্ম স্থাপনের তরে সঁপিয়াছি
ধর্ম্মশীল সুজনের করে প্রেম চর্ম্ম,
ভক্তি বর্ম্ম, বিশ্বাসের কৃপাণ কঠিন,
এ দুর্দ্দিনে দীনে যদি পায় গো সুদিন,
ত্রিপুরারি তুমি দেব লইয়ে তাহায়
অসুর সংহারী কর কিঞ্চিৎ উপায়
এই সে বাসনা মম সাধনা আমার
উদ্ধারিতে হবে এই সমগ্র সংসার।

মহা। সাধূত্তম! উত্তম এ আদেশ তোমার
করে ধরিলা তারে যার তরে তুমি
স্তবে তুষ্ট করিলে আমায়। অপ্রকাশ
প্রকাশ হইয়া আমি সাথে সাথে রব,
তারে লয়ে সুন্দর করিয়া লব ভব।
ধর ভাণ্ড অমৃত পূরিত দেহ তারে,
পান করি হবে সেই অজয় অমর,
জিনিয়া অধর্ম্ম সনে করিয়া সমর
ধর্ম্ম পতাকা উড়াইবে দেব নর। (অন্তর্ধান।)

হারী। কই কোথা ? এখনও আঁসিল না কেন ?
বিলম্ব করিতে নারি আর, দেবতার আবাহন
ক্রমাগত শুনিতেছি যেন।
শুদ্ধচিত্ত এবে
ধরা'পরে নাহি মোর স্থান
যাই স্বর্গে,
হায় পূরিল না মনস্কাম।

(হারীতের শূন্যে উত্থান ও বাপ্পারাওয়ের প্রবেশ।)

বাপ্পা। একি ! একি ! একি দেখি ! কি দেখি ! গুরুদেব
কোথায় আমার, গুরুদেব, গুরুদেব,
দরশন দিন মোরে, অকৃতি সন্তানে
দয়াময় কেন হেন হ'লেন নিদয়,
দেখা দিন দেখা দিয়ে বাঁচান আমায়।

হারী। ওরে বৎস ; তোর তরে বহুক্ষণ আমি
ছিলাম অপেক্ষা করি। বলেছিনু কালি
ঊষায় আসিতে হেথা, আসিলিনা তুই ;
তাই যাইতেছি অমরায়, অমরের
আবাহন শুনি আর রব না ধরায়।

বাপ্পা। গুরুদেব ক্ষমুন আমায়, করিয়াছি
অতীব অন্যায়, নিদ্রাঘোরে অচেতন
ঊষায় না পেরেছি করিতে আগমন

হারী। ভাল বৎস ক্ষমিনু তোমায়, কিন্তু হায়
এই যে অমূল্য নিধি করেতে আমার,
ক্ষুদ্র এক কণিকা ইহার, ভক্তিভরে

পারিতে পিয়িতে যদি, তা হইলে ভবে
সর্ব্বকার্য্য সুসিদ্ধ হইত ; সগৌরবে
যে কার্য্য করিতে তোমা দীক্ষা শিক্ষা দিনু,
সেই কার্য্য হইত সফল, মহাবল
কি করিব, নিজ দোষে হইলে দুর্ব্বল !

বাপ্পা। দিন প্রভু দিন মোরে অমূল্য প্রসাদ
গুরুদত্ত প্রসাদেতে ঘুচিবে প্রমাদ।

হারী। এস বৎস ধর লও ঊর্দ্ধে এস উঠি

(বাপ্পার দেহ বৃদ্ধি হওন।)

বাপ্পা। দিন প্রভু দিন্, দিন্, ক্ষমুন গো ত্রুটী।

হারী। আরো ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে ; হায়, হায়, হায় !
পারিলে না বৎস আর কি আছে উপায়,
বদন ব্যাদন কর, সুধা দিই ঢালি
পান কর দেব নর দিক করতালি।

[বাপ্পারাওর মুখব্যাদন, হারীত কর্ত্তৃক সুধা প্রদান, সুধা বাপ্পারাওয়ের অঙ্গে পতন।]

হারী। পারিলে না পিয়িতে এ অমৃত প্রসাদ,
নারিলে অমর হ'তে অঙ্গেতে পড়িল
দুর্ভেদ্য হইল অঙ্গ দেবের প্রসাদে
অস্ত্রাঘাতে হবে না কিছুই ; যাও বৎস
সহায় তোমার শিব শম্ভু সনাতন,
পাপের সংসারে পুণ্য কর প্রবর্ত্তন,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া করণে নূতন।

(হারীতের ঊর্দ্ধে উত্থান।)

বাপ্পা। (স্বগত) যা হবার হইল তো কি করি এখন।
দেব আজ্ঞা গুরু আজ্ঞা করিব পালন।

(বালীয় ও দেবের প্রবেশ।)

বালীয়। আরে দাদা সরবোনাশ হোইয়েছে,—সরবোনাশ হোইয়েছে!

বাপ্পা। কি হয়েছে সখা? কি হয়েছে?

দেব। রাজার বেটী ভেইয়া, রাজার বেটী—মুস্কিল হোইয়েছে!

বাপ্পা। কি হয়েছে খুলে বল?

বালীয়। রাজার বেটীর বিয়ার লেগে ভাট এসিয়েছিল, হাত দেখিয়ে গুণিয়ে বোলিয়েছে যে, ওর বিয়া হোইয়ে গিয়েছে, আউর সাথে যে চারটা সওচোরী ছিলো, তাদেরও বিয়া হোইয়ে গিয়েছে; এই কথা নিয়ে বড়ই ঝনছাট লাগিয়েছে!

বাপ্পা। তাতে কি হয়েছে!

দেব। হোবে আর কি! রাজাটা খাপ্পা হোইয়েছে! বোলছে কুঙারী বেটী ছিপায়ে কার সাথে বিয়া কোরিয়েছে, শুনতে চাই, চৌদিকে চর ছুটিয়েছে!

বাপ্পা। তা বেশ তো, তাতে কি হয়েছে?

বালীয়। হোবে আর কি সেই যে ছ বরষ আগে ঝুলান পরবের দিন, জঙ্গলের ভিতর তুই দাদা কি কেরিয়ে ছিলি, মনে নাই?

বাপ্পা। কি করেছিলুম?

দেব। সেই—সেই রাজার বেটী, আর সওচরীগুলার দোলা খাইবার রসি ছিলো না, তুই জঙ্গলে গিছলি দোলা দেখতে, তোরে রসি আনতে বোলিয়েছিলো,—তুই বোলিয়েছিলি, হামায় বিয়া কোরলে হামি রসি দিবো, তখন ছাউরীগুলার দশ বরষ বয়স ছিলো না? তারা বোল্লে হাঁ বিয়া কোরবো

সেই বিয়া হলো, গাঁইট ছড়া বাঁধলি, সাত পাক খাইলি, খেলার মত বিয়া হ'লো, তার পর ঘরে চলিয়ে গেলো। বাস্, এখন সেই বিয়াতো সত্যি বিয়া বোলে লাগছে।

বাপ্পা। লাগলেই বা, তাতে আমার কি ?

বালীয়। তোর কি দাদা, শুন্‌বি ? রাজা বড় খাপ্পা হোইয়েছে! তোরে ঢুঁড়ে বাহির কোর্‌বে! কোরে না জানি কি সর্‌বোনাশ কোর্‌বে ?

বাপ্পা। কি কোর্ব্বে ? এ দেশ থেকে না হয় চলে যাবো!

বালীয়। চোলিয়ে যাবি কোথা দাদা! চারধারে চর আছে তোরে ধোর্‌বে, ধোর্‌বে, ধোর্‌বে !!.

বাপ্পা। তা হ'লে কি করা যায় ?

দেব। দেখি কি কোর্‌তে পারি, হামরা ভীলের ছাওয়াল তোর লেগে জান দিবো দাদা! এখন আর ও বরাহমন ঠাকুরের বাড়ী যাইয়ে কাজ নাই, ছিপায়ে থাক, ছিপায়ে থাক; হাম্‌রা কি কর্‌তে পারি দেখি। ওই পাহাড়ের গাহাড়ায় থাক্, হাম্‌রা খাবার দাবার সব যোগাড় কর্‌বোঁ, তুই ছিপায়ে থাক দাদা ছিপায়ে থাক্।

বাপ্পা। লুকিয়ে থাক্‌বো না, তা হবে না।

বালীয়। হাঁ দাদা! ওই হোবে, তোরে এখন দিন কতক ছিপায়ে থাক্‌তে হোবে, রাগ করিস্ না, হামাদের কথা শুন্ দাদা, কথা শুন, দিন কতক ছিপায়ে থাক্, সব ঠিক হোইয়ে যাবে।

বাপ্পা। তোমাদের কথা না শোনা আমার অকর্ত্তব্য, ভাল ভাই তাই হবে।

(সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

মদন মন্দিরের পথ।

আশাপূর্ণা, শুভ্রশুদ্ধা, প্রভান্বিতা ও পুষ্পমালার
গান করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত।

বড় গোল বাধালে মদন ঠাকুর মজালে।
মিছে ফেল্লে বিষম জঞ্জালে ॥
আমরা কল্লুনা যে কাজ—
সেই কাজের কাজি ব'লে সকলে, দিচ্ছে মোদের লাজ,
ঠাকুর পূজো খেলে আর ভাল দিলে ফল শেষকালে।
ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ভাল দিলে ফল শেষ কালে ॥

আশা। হ্যাঁলা হ'লো কি? বুঝলি কিছু।

শুভ্র। কে জানে বোন, তুইও যেখানে আমিও সেখানে, বে হ'লে তুইও টের পেতিস আমিও টের পেতুম এরা সবাই টের পেতো।

প্রভা। ও আবার একটা কথা নাকি? বিয়ের জন্যে মাথা খুঁড়ে বেড়াচ্ছে, দিন নেই দুপুর নেই মদন ঠাকুরের দরবারে হাজির আছি।

পুষ্প। ও ভাটের যেমন কথা, বলে বিয়ে হয়েছে, কি বল্‌বো রাজ দরবার; নইলে ভাটের টিকি টেনে এনে বুঝিয়ে দিতুম, আর দেখিয়ে দিতুম বিয়ে হয়েছে কি না?

আশা। ওলো এখন রাগ করলে কি হবে বল? এক পক্ষ সময়,

হয় নাগর ধরে দিতে হবে, নয় নিজেদের মাথাটি এগিয়ে দিতে হবে, রাজা মশাই আমাদের রক্তপাত ক'রে তবে ক্ষান্ত হবে।

শুভ্র। সেই তো কথা, এখন কি হবে, খেলুম না ছুলুম না, অথচ ফাঁকে ফাঁকে প্রাণটা যাবে।

প্রভা। প্রাণটা যাবে কেন? সত্যি তো আমরা লুকিয়ে বে করি নি, খুঁজে দেখুন না। আমাদের কোন অপরাধ থাকে, যা হয় করবেন, নইলে—

পুষ্প। নইলে মিথ্যাবাদি ভাটের মাথাটি কেটে, শূলের আগায় জড়িয়ে ফটকের সামনে রেখে দেবেন। লোকে দেখবে, বুঝবে আর বোলবে। এমন মিছে কথা বলে কেউ যেন কাউকে বিপদে না ফেলে।

আশা। যাই হোক এখন মদন ঠাকুরের সাম্‌নে ধর্‌না দিইগে চল, আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার না কর্‌লে আর তাঁর পূজা কর্‌বো না।

শুভ্র। তা চল ঠাকুর যদি জাগ্রত হন, তবে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বেনই কর্‌বেন। আমরা কোথায় তাঁর চরণে স্বোয়ামী ভিক্ষা কর্‌ছি, তিনি কি এত নিদয় হবেন, যে আমাদের সে আশা পূর্ণ না করে, একটা বিপদে ফেলে দেবেন।

প্রভা। না লো না, তা তিনি করবেন না।

পুষ্প। অবলার বল তিনি, বিনা কারণে কি তিনি অত্যাচার করবেন, তা করবেন না, চল প্রাণ ভোরে নাম গান কর্‌তে কর্‌তে আমরা তাঁর কাছে যাই।

গীত।

ওহে মদন ঠাকুর আমরা তোমার চরণ ধরেছি,
তোমার আশার আশে ভালবাসার আশ্রয় করেছি
আমরা মনের মানুষ চাই,
যাদের প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাই,
তুমি রতির পতি সতির গতি তোমার তো ভুল নাই ;
তুমি সত্যি পতি দেবে জেনে তাই তোমায় পূজেছি
তুমি পূজা খাও, আর স্বামী দাও তাই বুঝেই মজেছি ॥

(সকলের প্রস্থান)

(রূপসী, বালীয় ও দেবের প্রবেশ)

রূপ। তোমরা আমার যে উপকার কত্তে স্বীকৃত হলে, তা আমি এ জন্মে ভুলবো না।

বালী—আরে বহিন তুতো ভাল বলছিস, হাঃ হাঃ হাঃ হামরা তোহার উপগার করছি, না তু হামাদের উপগার করছিস্। হামরা ভীলের ছাওয়াল দিদি! ক্ষেত্রিয়ানি চিনি হামরা আউর ক্ষেত্রি চিনে হামাদের। ক্ষেত্রির বেটী তু আউর ভীলের বেটা হামরা। তোহার কাম হামরা করিয়ে দিব আওর হামাদের কাম তু করিয়ে দিবি দিদি ?

রূপ—অবশ্য দোব ভাই, তোমাদের কোন ভাবনা নাই। আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য রাজকুমার আছেন। আমার অনুরোধ রাজকুমার রক্ষা না ক'রে আমার প্রাণে ব্যথা দেবেন না এ আমি নিশ্চয় জানি।

দেব—ভালো বলিয়েছিস দিদি, রাজকুমারের সাথে হামাদের কোন কোথা হোইলো না, তোহার সাথে সব কথা হোইয়েছে।

রূপ—তোমাদের আমি ভাই বলেছি ভাইয়ের কাছে ভগ্না কথনও মিথ্যা বলে না। আমি যে কথা বলেছি সে কথা রক্ষা করবো। আর আমার বিশ্বাস ভীলবংশ মিথ্যাবাদী নয়, সরল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পররোপকারী, নিঃস্বার্থপর তোমরা। তোমাদের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

বালী—ও দিদি! আর কোথা কোহিস না, ওই তোহার ল্যাংড়া জোয়ান বঙ্কুবিহারী লাচ কর্‌তে কর্‌তে আসছে।

দেব—আর দেরি করিস না দিদি, দেরি করিস না। ছুঁউড়িয়া সব মন্দিরে গিয়েছে, সেই কোথাটা তাদের বলিয়ে ঠিকঠাক কর্‌গে যা দিদি। হামরা ল্যাংড়া বেটাকে ঠিক কবিয়ে দি।

(রূপসীর অন্তরালে গমন ও অন্য দিক হইতে বঙ্কুবিহারীর প্রবেশ।)

বঙ্ক। এই যে এই যে তোমরা এসেছো, তোমরা আগে থাকতে এসেছো, ছিঃ ছিঃ ছিঃ হতভাগা আমি আমি দেরী করে ফেলেছি, তা ভাই কিছু মনে করো না, আমায় মাপ কর।

বালী। হামরা দাদা ভীলের ছাওয়াল, হামরা যে কোথা বলিয়ে যাবোঁ, সে কোথা ঠিক রাখ্‌বোঁ।

বঙ্ক। হ্যাঁ তা আমি জানি, তা আমি জানি এখন ওই সেই কথা টায়—

দেব। কোন্ কোথা দাদা?

বঙ্ক। ওই সেই, ওই সেই, ওই সেই বশীকরণের কথাটা।

বালী! আরে দাদা, সেই কাজের তরেই তো হামরা আস্‌ছি। সেই কাজ তো তোহার কোরিয়ে দিব দাদা।

বঙ্ক। তাই দে ভাই দে ভাই, তাই, তোদের পায়ের ধূলো মাথায় রাখি। ঐ চারটের ভেতর একটাকে আমায় দিয়ে দে, তোদের বড় মানুষ ক'রে দেব। আমার বাবা এক কাঁড়ি টাকা রেখে গেছে, আমি ডুহাতেও বিলুলেও ফুরুবে না, ঐ বেটীদের একটাকে যদি পাই বাস, তা হলেই কেল্লা ফতে।

দেব। তু ভাবিস কেন দাদা? এমন মন্তর ঝাড়বো সব কোঁটা তোহার গোড়ে আসিয়ে গিরবে। এখন শুন যা যা করতে হোবে, সব শিখিয়ে দি।

বঙ্ক। দে ভাই দে শিখিয়ে দে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির শিখিয়ে দে। সব বেটী হোক আর না হোক এক বেটী হোলেই হোল, দে দাদা দে, কি করতে হবে বল?

বালী। হামাদের ডুইটা চিজ আছে, সেই চিজ ডুইটা তোহার মুখে লাগিয়ে দিব তারা আসিয়ে দেখলেই মোহিত হোইয়ে যাইবে, তোহারে সবায় চাহিয়ে সুন্দর পুরুষ বোলিয়ে মানবে। তবে এক কাম করতে হোবে, যেমন তারা আস্‌বে, তু এক কাম করবি দাদা, সব ছাউড়িগুলোর পাঁয়ের ধূলা লইয়ে, আপন মাথায় দিবি, ঐ যেমনি দিবি, আর ছাউড়িগুলা তোহার লেগে একেবারে পাগল হইয়ে যাবে বুঝলি দাদা, হামার কোথা সব বুঝলি?

বঙ্ক। হ্যাঁ দাদা বুঝেছি এই কথাতো তা আমি এখনি কর্‌বো, এ আবার কাজ কি? এ রকমের কাজতো আমি বরাবর কোরে আসছি। এখন বশীকরণের কি জিনিস আছে, আমার মুখে মাখিয়ে দাও, মদন মন্দির থেকে তারা বোধ হয় ফিরে

আসছে, দেরি করো না, দেরি করো না, দেরি করলে যদি আবার ফস্‌কে যায়।

দেব। ভাল দাদা ভাল। এ কাজটী বড় শক্ত আছে, আচ্ছা এক কাজ কর্ দাদা, মন্তর তন্তর পড়্‌তে হোবে, তবে তো হোবে? তু এক কাম কর. আঁখ মুদিয়ে রাখ, হামরা মন্তর বলি আর ঐ বশীকরণের চিজটা মুখে লাগায়ে দি।

বঙ্ক। হ্যাঁ ভাই দে শীগ্‌গির শীগ্‌গির দে, আমি এই চোখ বুঝিয়েছি।

(বঙ্কার চক্ষু মুদ্রিত করণ দেব ও বালীয় কর্ত্তৃক বঙ্কার উভয় গালে চূণ কালি লেপিয়া দেওন।)

চোখ খুলবো, না বশীকরণের জিনিষ আরো মাখাবে?

দেব। না দাদা না হোইয়েছে তু এইবার আঁখ খোল ভরা আসলে হামরা বলিয়েছি ওই কাজ করবি দাদা দেখবি হামাদের মন্তরের গুণ আছে কি না?

বঙ্ক—তোমাদের মন্তরের গুণ আছে বৈকি, আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে, তবে দাদা তোমাদের বশীকরণের জিনিষ গুলো দু গালে এমন চিড় চিড় করছে কেন, একটু জ্বালা যেন ধরছে।

বালী—আরে দাদা জ্বালা করবে, থোড়া থোড়া জ্বালা করবে, একটু একটু না জ্বালা করলে মজা হোবে কেনো? ওই ওরা আস্‌ছে, হামরা গাছের পিছনে আছি দেখিস দাদা যা বোলিয়ে দিছি সে কাজ ঠিক করবে, দেখিস নইলে কিছু হোবে না?

(উভয়ের বৃক্ষান্তরালে গমন)

(গান করিতে করিতে আশাপূর্ণা শুভ্রসুন্ধা, প্রভান্বিতা ও পুষ্পমালার প্রবেশ)

(গীত)

আজ ঠাকুরের ফুল পড়েছে ভরসা হয়েছে
আমাদের ভরসা হয়েছে
রতি পতি ইঙ্গিতে আজ বুঝিয়ে দিয়েছে।
আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে ॥
(আমাদের নড়েছে প্রাণের তার,
(ভাল) বেজেছে সুর বাহার,
পাব প্রেমিক সুজন মদন মোহন মদনই কয়েছে।
দিতে প্রাণে প্রাণ, আর লতে প্রাণ প্রিয় কাছেই রয়েছে
প্রেমিক কাছেই রয়েছে ॥

বঙ্ক! আশা দে তোর পায়ের ধূলো মাথায় দি, শুভ্র দে তোর পায়ের ধূলো মাথায় দি, প্রভা দে তোর পায়ের ধূলো, পুষ্প দে তোর পায়ের ধূলো। (সকলের পদধূলি মস্তকে দেওন।)

আশা। বঙ্কুবিহারী প্রাণেশ্বর, তোমার জন্যে যে আমার প্রাণ বিগলিত হচ্ছে, দাসীকে চরণে স্থান দেবে কি,

(দক্ষিণ হস্ত ধারণ)

বঙ্ক। হ্যাঁ হ্যাঁ অবিশ্যি অবিশ্যি; দোব বৈকি, দোব না! দেবার জন্যই আমি হাঁ হাঁ কচ্ছি।

শুভ্র। বঙ্কবিহারী! হৃদয় বল্লভ! তোমাকে যে আমি সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি নাথ! আমার দিকে ফিরে চাইবে না কি?

(বাম হস্তে ধারণ)।

বঙ্ক। হ্যাঁ হ্যাঁ অবিশ্যি অবিশ্যি চাইখো না কেন? খুব চাইবো, চেয়ে চেয়ে চোখ খসিয়ে ফেলবো।

প্রভা। বঙ্কবিহারী জীবিতেশ্বর! আমার জীবন মরণ যে তোমারি হস্তে; প্রেমময় প্রেমাধিনীকে প্রেম দানে কৃতার্থ ক'র্বে না কি?

(দক্ষিণ গলদেশ ধারণ)।

বঙ্ক। হ্যাঁ হ্যাঁ অবিশ্যি অবিশ্যি, কৃতার্থ ক'র্ব বৈকি? কৃতার্থ ক'রে স্বর্গে তুলে দেব।

পুষ্প। বঙ্কবিহারী প্রাণনাথ! অধীনী তোমার প্রণয়ভিখারিণী; ভিখারিণীকে ভিক্ষা দেবে না কি?

(বাম গলদেশ ধারণ)।

বঙ্ক। হ্যাঁ হ্যাঁ অবিশ্যি অবিশ্যি দেব বৈকি? দেব বৈকি? মুষ্টি ভিক্ষে ছেড়ে মণ খানেক প্রণয় ভিক্ষা দিয়ে দেব।

আশা। ত্থাখ তোরা আমার প্রাণেশ্বরকে ছেড়ে দে, নইলে মজা দেখ্‌তে পাবি, প্রাণেশ্বর আমার।

শুভ্র। তা হবে না হৃদয়বল্লভ আমার; দে তোরা ছেড়ে দে।

প্রভা। তা হবে না জীবিতেশ্বর আমার; দে তোরা ছেড়ে দে।

পুষ্প। তা হবে না প্রাণনাথ আমার দে তোরা ছেড়ে দে।

(বঙ্ককে লইয়া সকলের টানাটানি করণ)।

বঙ্ক। ওরে বাপরে, মেরে ফেল্লে রে, কে কোথায় আছিস্ রক্ষে কর, রাক্ষুসীরা আমায় খেয়ে ফেল্লে রে।

(বালীয় ও দেবলের প্রবেশ)

বালীয়। কি হইয়েছে দাদা? কি হোইয়েছে? তু কাঁদছিস্ কেনো, চীৎকার কর্‌ছিস কেনো?

বঙ্ক। আর দাদা এখন কাকে রেখে কাকে নিই, এ বলে আমার ও ও বলে আমার, এখন তোদের বশীকরণের ঠেলায় অস্থির ! যে হয় আমার একটা হোক।

আশা। তুমি আমার হও প্রাণেশ্বর।

শুভ্র। তুমি আমার হও হৃদয়বল্লভ।

প্রভা। তুমি আমার হও জীবিতেশ্বর।

পুষ্প। তুমি আমার হও প্রাণনাথ।

বঙ্ক। তাই তো এখন কাকে রেখে কাকে নি !

আশা। আমায় নাও !

শুভ্র। আমায় নাও !

প্রভা। আমায় নাও !

পুষ্প। আমায় নাও।

(সকলের টানাটানি করণ)

বালীয়। আরে দাদা তু পালিয়ে যা, নইলে মুস্কিল হবে,কাল হামরা সব ঠিক করিয়ে দেব, পালিয়ে যা, তু পালিয়ে যা। তোরে চুপি করিয়ে বলি শোন, ইহাদের কহিয়ে ভাল জিনিষ আনিয়ে দেব।

বঙ্ক। তাই দিস ভাই, এরা গেচো মেয়েমানুষ।

(বঙ্ক'র দৌড়ে প্রস্থান ও বালীয় দেবলের প্রস্থান)

সকলে। প্রাণনাথ পলায় ধর ধর ধর।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজোদ্যান বাটিকা।

এক দিক হইতে কমলকুমার ও অপর দিক হইতে
রূপসী রাণীর প্রবেশ।

ক-কু। একি দেখি মেঘ না চাইতেই জল!

রূপ। বাহবা চাতক! বেশ, বলিহারি যাই!

ক-কু। কিসে? কেন?

রূপ। কাতর কণ্ঠের ডাক।

ক-কু। ডাক শুন্‌লে কিসে?

রূপ। প্রাণে প্রাণে।

ক-কু। তৃষ্ণাতুরের প্রতি তা হ'লে বড় দয়া দেখ্‌ছি, এ দয়া কত দিন থাকবে?

রূপ। কাতর কণ্ঠে যতদিন ডাক্‌বে!

ক-কু। যদি ডাক ফুরোয়, চাতক ডাক্‌তে না পারে?

রূপ। ও কথা শুনি না, বুঝি না, তবে জানি, আর বুঝি যে, চাতক কখনও ফটিক জল ব'লে ডাক্‌তেও ছাড়ে না,—মেঘও কখন ফটিক জল না দিয়ে থাকৃতে পারে না।

ক-কু। কথা কাটাকাটি তো বেশ হ'লো, এখন ব্যাপারটা কি?

রূপ। আজ ঝুলন উৎসব মনে আছে তো? চল দুজনে বনের মাঝে দোলায় বসে দোল খাইগে।

ক-কু। এতটা কেন?

রূপ। এই দোল খেতে গিয়েই তো তোমার ভগ্নীটী আর তার সহচরী ক'টী গোলে পড়েছিল।

ক-কু। কথাটা কি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না যে!

রূপ। তোমরা পুরুষ, তোমরা যদি সকল কথা বুঝতে পার্‌তে, তা' হ'লে স্ত্রীলোকেরা কোন কথা তোমাদের কাছে লুকিয়ে রাখতে পারতো না।

ক-কু। বলি ব্যাপার কি?

রূপ। ব্যাপার আর কি, যে জন্যে মাথা ভাবাচ্ছ ব্যাপার তাই। কুমারী ভগ্নী, আর তার কুমারী সহচরী ক'টাকে, সে দিন এক পক্ষ সময় নিয়ে মহারাজের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে কেন?

ক-কু। দৈবজ্ঞ ঠাকুর বলেছিল তারা বিবাহিত।

রূপ। সে কথা সত্য।

ক-কু। সে কি?

রূপ। ছ' বৎসর আগে, এই ঝুলন উৎসবে, বনের ভেতর দোল খেতে গিয়ে তারা গোল ক'রে এসেছে, সত্য সত্য তারা বিবাহিতা।

ক-কু। তুমি কি রহস্য করছো রূপসী?

রূপ। না সত্য বল্‌ছি।

গীত।

রূপ। আমি সত্য কথা কচ্চি, তুমি বুঝছো না,
হ্যাঁ হে ও রাজকুমার শুন্‌ছো না।

ক-কু। তুমি আদৎ কথা ভেঙ্গেও যে কই ভাঙ্গছো না॥

রূপ। তুমি এই বুঝে নাও হে,
বনের ভেতর দোল খেতে গে গোল বেধে গেছে,
ক-কু। (সেকি) কার সঙ্গে, কেমন ক'রে, সে কথা তো বোলছোনা।
রূপ। (আমি) আঁচে আঁচে বলছি কথা তুমি তো তা শুনছো না॥
ক-কু। সত্য কি বে হ'য়ে গিয়েছে ?
রূ।। নইলে কি আর মিছাই কথা ঠাকুর বলেছে ?
ক-কু। কেমন ক'রে লুকিয়ে তারা সইছে এত লাঞ্ছনা।
রূপ। লুকিয়ে পিরীত কতই মজা তাকি আজও জানছো না॥

ক-কু। এখন উপায় ?

রূপ। উপায় তোমার হাতে। এ কার্য্যের নায়ক তোমাদের চেয়েও বড় বংশের বংশধর ; তুমি যদি তাকে কক্ষে কর, তা হ'লে আমি রক্ষা পাই।

ক-কু। কি রকম ?

রূপ। মহারাজের কোপ হ'তে তাঁকে, আর কুমারীদের রক্ষা ক'র্‌লে ; আমি বঙ্কবিহারীর হাত হ'তে রক্ষা পাই।

ক-কু। এ বড় কঠিন সমস্যা। ব্যাপার কি ?

রূপ। সমস্যা কিছুই নয়, মহারাজের কাছে তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। বিশেষ যখন রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, উত্তম পুরুষে কন্যা সমর্পণ ভাগ্যের কথা। তুমি চেষ্টা কল্লে সকল দিক্ রক্ষা হয়।

ক-কু। এ কার্য্যের যিনি নায়ক, যাঁকে তুমি এত বড় বোলে বোলছো, তিনি কে ? তা হ'লে আমায় খুলে বল।

রূপ। তা এখন বোলবো না—বলবার সময় হ'লে বোলবো। এখন এইটুকু জেনে রাখ যে কুমারীরা অপাত্রে পোড়বে না।

ক-কু। তোমার রহস্য তোমাতেই থাক, তোমার জন্যই আমি সব করবো, তোমায় পেতে আমি আত্মবলিদান দিতে পারি, এ কথা বোধ হয় তুমি বিশ্বাস কর।

রূপ। সেই বিশ্বাসের বলেই আমি সামান্যা স্ত্রীলোক হ'য়ে তোমার ন্যায় বিশিষ্ট পুরুষের কাছে এতটা অশিষ্টতা প্রকাশ কল্লেম। কমলকুমার আমায় ক্ষমা কর!

ক-কু। ক্ষমার কথা এর ভেতর কিছুই নাই।

রূপ। ভাল কথা কমলকুমারী আর তার সহচরীরা এই দিকেই আসবে, তাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আহা, এমন উৎসবের দিন—কোথায় তারা আমোদ আহ্লাদ কোরবে, তা নয় তারা ভয়ে দুঃখে ম্রিয়মাণ হ'য়ে আছে!

ক-কু। কেন?

রূপ। কেন! এ কেনর মানে বুঝ্‌তে পার না! কুমারী তারা—বালিকা বয়সে খেলার ছলে যে কাজ তারা কোরেছে সে কাজ তাদের মনে নেই। এখন সেই কথাটা তাদের জানিয়ে দিয়ে—আর তাদের রক্ষার উপায় বুঝিয়ে দিয়ে তাদের ভয় ভেঙ্গে দেব। আর যা কোরবো, তা তুমি পুরুষ মানুষ, তা তোমাকে সহজে বোঝাতে পারবো না, আর তুমিও সহজে বুঝতে পারবে না।

ক-কু। বেশ ভাল বোঝাবুঝি তোমরাই কর। কিন্তু আর সপ্তাহ মাত্র সময় আছে, এর মধ্যে আমি সব কথা জানতে চাই, সব কথা জানাতে চাই, আর সব কথার রহস্য ভেদ ক'রে পিতৃদেবকে নিরস্ত ক'ত্তে চাই, সেই সঙ্গে তাঁর উচ্চশির যাতে অবনত না হয়, সে ব্যবস্থা হওয়া চাই।

রূপ। তা হবে—তা হবে—তা হবে। কুমারীদের, কি তোমার, কি মহারাজের গায়ে কোন আঁচও লাগবে না। অথচ তারাও তাদের পাবে, তুমিও আমার হবে। অথচ মহারাজও বলবেন বেশ। এখন হ'লোতো, যাও কুমারীরা ওই আসছে।

(কমলকুমারের প্রস্থান)

(রূপসীর বৃক্ষান্তরালে অবস্থান ও গান করিতে করিতে সখীগণ সহ কমলকুমারীর প্রবেশ)

গীত।

সকলে। কি বোলবো সই ম'রে আছি।
কমল। (নইলে) কো'র্ত্তে কি সই ক'র্ত্তে কি ?
সকলে। এই উৎসবে মন খুলে দিয়ে দুনিয়া মাতাতেম ;
কমল। (তাতে) হ'তো কি সই হ'তো কি ?
সকলে। (তাতে) আস্‌তো নাগর, গুণের সাগর, হ'তেম লো তার কাছাকাছি।
কি বোল্‌বো সই ম'রে আছি।

(অন্তরাল হইতে রূপসীর অগ্রসর হওন।)

কমল। রূপসী ! তুমি নাকি সব জানো ?

রূপ। কই, আমি তো কিছুই জানি না ! কিসের কি রাজকুমারী ? আমি তো কিছুই জানি না।

কমল। তবে যে এরা সবাই বল্লে তুমি সব জান !

আশা। রূপসী দিদি জানেই তো, আমায় বলেছে !

শুভ্রা। আমায়ও বলেছে।

প্রভা। আমায়ও বলেছে।

পুষ্প। আমায়ও বলেছে।

আশা। আমাদের সব কথা বল্‌বে বোলেই তো বঙ্কার সঙ্গে তত ফষ্টি নষ্টি করিয়েছে, নইলে এই দুঃখের সময় আমাদের কি আর সে রকম রং তামাসা ভাল লাগ্‌তো ?

রূপ। ছি ছি রাজকুমারী, হাতে ধোর না, তোমাদের বলবার জন্যই আমি হেথা এসেছি, তোমরা সত্য সত্যই বিবাহিতা।

কমল। সে কি ?

আশা। সে কি ?

শুভ্র। সে কি ?

প্রভা। সে কি ?

পুষ্প। সেকি ?

রূপ। আর সে কি ? গাঁট ছড়া বেঁধে, সাত পাক ঘুরে, এক জনকে পাঁচজনে বরণ করেছো।

কম। কাকে ? কবে ?

রূপ। ছ'বৎসর আগে—এই উৎসবের দিন—বনের ভেতর একজনকে—মনে পড়ে কি ?

কমল। কই না ?

রূপ। দোলার রসি ছিল না, একজনের কাছে রসি চেয়ে ছিলে, সে বলে ছিল, "তোমরা আমায় বিয়ে কর তো রসি এনে দিই" বালিকা তোমরা,—বলে ছিলে, হ্যাঁ বিয়ে কোর্ব্ব। সে রসি আন্‌লে, তার পর গাঁটছড়া বেঁধে একটা তমাল

তরুর তলায় সাত পাক ঘুরলে, বিয়ে হোল, সে রসি দিলে,
তোমরা দোল খেলে, সে দোল দিলে, মনে পড়ে কি ?

(পাঁচজনে মুখ চাওয়া চাহি করণ।)

রূপ। মনে পড়ছে না ?

কমল। হ্যাঁ মনে পড়েছে।

আশা। আমারও মনে পড়েছে।

শুভ্র। আমারও মনে পড়েছে।

প্রভা। আমারও মনে পড়েছে।

পুষ্প। আমারও মনে পড়েছে।

রূপ। সে বড় সুপুরুষ রাজপুত্র, মহারাজের চেয়েও বড় বংশের বংশধর।

কমল। কোথায় তিনি ?

রূপ। তাঁকে দেখতে চাও ?

সকলে। হ্যাঁ চাই।

রূপ। চাও তো চল, আমার সঙ্গে চল, আজ উৎসবের দিন, কোন বাধা নাই, আমার সঙ্গে চল।

কমল। চল—এ খেলা মন্দ নয় !

('গান করিতে করিতে বালিকাগণের প্রবেশ।)

গীত।

কত সঙ্ সেজে রঙ্ করেছে দিদি আয় না।
তোরা আয় না দিদি আয় না, তোরা আয় না ॥
(সেথা) আমরা সবাই চলেছি আজ কতই কোরে বায়না।
তোরাও আয় না ॥

আমরা অল্প বয়সী,
তোরা মস্ত রূপসী,
আমাদের বয়েস দেখে কেউ হাসে না, কেউতো ফিরে চায় না।
তোমাদের রূপ দেখে সব হাসবে ফিরে চাইবে মেরে নয়না॥
তোরা আয় না দিদি আয়না তোরা আয় না॥
তোদের সঙ্গে গেলে আমরাও হব সেয়ানা।
তোরা আয় না দিদি আয় না তোরা আয়না॥

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

শৈল গহ্বর।

বাপ্পারাও।

বাপ্পা। (স্বগতঃ)

কি করিব? কি করিতে চাই? ভাবি তাই
কোন কার্য্য করিব সাধন? প্রয়োজন
কি বুঝিব কাহার? দেবতার না আমার।
না এ সংসারের? যথা নাচে অত্যাচার!
কার? গুরুদেব কার? কার তরে আমি
সংসার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণ গাছি হোয়ে,
তরঙ্গ বিদারি যাব বিপক্ষ বিজয়ে,
এ দেহ দুর্ব্বল বটে, কিন্তু গুরুদেব,
হৃদয়ে বিপুল বল করেছি সঞ্চয়,

তব, আশীর্ব্বাদে পারি নির্ব্বাণ করিতে,
মুহূর্ত্তেকে সংসারের পাপের অনল,
অবিরল প্রজ্বলিত যাহা যে অনলে
দগ্ধ আছি, চর্ম্মহীন পঞ্জর বিহীন,
ধর্ম্ম কর্ম্ম ধূলায় লুটায়। যে পাপের
প্রবল নিশ্বাসে, কানন কুন্তলা মহী,
শৈল গিরি নদ নদী প্রস্রবণ সহ
মরুভূমে আছি পরিণত, সে নিশ্বাস
সে পাপের অবিলম্বে রোধিবারে পারি ;
আর পারি তবাদেশে তব শিক্ষা গুণে,
সত্য ধর্ম্ম শিখাতে ধরায়, কিন্তু হায়
জিজ্ঞাসি আবার! কার তরে? কহ মোরে!
করিব এ সব কার তরে, কহ মোরে?
বিপুলবিস্তার এই কার্য্য ক্ষেত্রে পশি,
কার কার্য্য করিব সাধন? মহাত্মন!
দেবতার? না আমার? না কি আপনার?
অথবা কি সংসারের সংসারি যাহারা,
ধর্ম্মভীরু সহিতেছে সদা অত্যাচার?
কার তরে? কি করিব, কয়ে দিন মোরে!
উদ্যত রয়েছি কার্য্য করিবার তরে।

দৈববাণী। ধর বৎস ধর মোর বাণী, শূলপাণি—
সহায় তোমার, সংসারের হাহাকার—
ঘুচাইতে তুমি অবতার। কর কার্য্য—
যা আছে তোমার, শূল হস্তে শূলপাণি—

রহিবেন রক্ষিতে তোমায়, জেনো সার।
সংসারের কার্য্য সে আমারো দেবতার।

বাপ্পা। গুরু-দত্ত-প্রসাদ লভিনু, কার ভয়,
ঘুচে গেল প্রাণের সংশয়, আজি হোতে
কার্য্যক্ষেত্রে পশিব, করিব মহামার,
করিব করিব দুষ্ট পাপের সংহার,
ভাতিবে ভারতে পুনঃ সোণার সংসার।
এস আশা বল দাও দুর্ব্বলের প্রাণে
কহ আশ্বাসের বাণী, কহ কাণে কাণে।
পঙ্গুতেও লঙ্ঘে গিরি উত্তরে সাগর
বামনেও ধরে উচ্চে চন্দ্রমা ভাস্কর।

(বালীয় ও দেবের প্রবেশ)

বালী। আরে ভেঁইয়া বোসিয়ে বোসিয়ে কি ভাবছিস্। কি কোরিয়েছিস্, আজ সেই তারা আসছে।

বাপ্পা। কারা?

দেব। সেই তারা রে ভেঁইয়া তারা, সেই যাদের বনের ভেতর বিয়া কোরিয়েছিলি, সেই তারা।

বাপ্পা। এখানে তারা কেন? কেন আসছে? কি দরকার?

বালী। হা হা হা! কি দরকার, ভেঁইয়া তারাই জানে, তারা আসলে বুঝ্‌তে পারবি কেনো আসছে? কি দরকার?

বাপ্পা। না না তাদের এসে কাজ নেই।

দেব। আরে দাদা, তুইতো বল্লি আসিয়ে কাজ নেই।

বালী। আর আসিয়ে কাজ নাই, ঐ দেখ, তারা আসলো।

বাপ্পা। কি বিপদ?

(রূপসী সহ কমল কুমারী ও সখী চতুষ্টয়ের প্রবেশ)

বাপ্পা। তোমরা কে? কি জন্য এসেছ?

রূপ। এঁরা আপনার পরিণীতা পত্নী, স্বামী সম্ভাষণে এসেছেন।

কমল কুমারীর গীত।

এসেছি তোমারে দিতে প্রাণ।
লবে কিনা লবে বঁধু বুঝি না সন্ধান,
বুঝি বুঝিনা সন্ধান॥
(মোরা) ভজন জানি না, পূজন জানি না
জানি করম জ্ঞান,
জানি শুধু প্রেম-পরম পুরুষে
পিরিতি করিতে দান,
তুমি হৃদয়ের স্বামী, তোমা ছাড়া নাহি জানি,
তুমি মহাত্রাণ; —
তোমারে লভিতে বলি দিছি অভিমান॥

বাপ্পা। দেখুন আপনি এঁদের বলুন, এঁরা পূর্ব্বকথা ভুলে যান, সে বালক বালিকার বাল্য খেলার কথা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দিন।

কমল। একি কথা হ'ল?

আশা। এ কঠোর কথার মানে কি?

শুভ্র। এ কঠোর কথাগুলি কেমন ক'রে বল্লেন?

প্রভা। এ কঠোর কথা বল্‌তে একটু লজ্জা হ'ল না?

পুষ্প। এ কঠোর কথা কি মানুষে বলে? ছি!

বাপ্পা। দেখুন আপনাদের কাছে আমি অমানুষ! অমানুষের কথা ইচ্ছা থাক্‌লে শুনতে পারেন, ইচ্ছা না থাক্‌লে না শুনতে পারেন! আমার সম্মুখে, দেবকার্য্য, সামান্যা স্ত্রীলোকের প্রেমে মত্ত হ'য়ে আমি দেবকার্য্য, গুরুকার্য্য নষ্ট ক'র্ত্তে পারি না। সমগ্র ভারত আমার মুখ চেয়ে আছে, আমার জন্য তারা কাঁদ্‌ছে।

রূপ। আর আমার না কথা কওয়া ভাল দেখায় না, বলতে হ'লে, বল্‌তে হয় যে, পুরুষের কি পুরুষত্ব নাই? নিজের বিবাহিত পত্নীদের চোখের জল যে পুরুষ অনায়াসে ফেলাতে পারেন, তিনি না জানি কি কোরে ভারতের চোখের জল মোছাতে যাচ্ছেন।

বাপ্পা। স্ত্রীলোকের বাচালতা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়, তাই আজ সহ্য কল্লেম, নতুবা—

রূপ। নতুবা? নতুন কি ক'র্ত্তেন বীর পুরুষ?

বাপ্পা। কি ক'র্ত্তেম? তা বল্‌তে পাল্লেম না এই দুঃখু।

রূপ। দুঃখু থাকে কেন? যা বলবার হয় বলুন, যা কর্ব্বার হয় করুন।

বাপ্পা। কিছুই বল্‌তে চাইনি, কিছুই কর্ত্তে চাইনি। এখন আমায় ছেড়ে চলে গেলে রক্ষা পাই।

রূপ। তা হচ্ছে না, এঁদের বিবাহ করেছেন জানেন না? জানেন না, এঁরা আপনার বিবাহিতা পত্নী, এইখানে আপনার চরণ তলে পড়ে প্রাণ দেবেন সেও স্বীকার, তবু এঁরা যাবেন না।

বাপ্পা। কি বিপদ! আমার আরব্ধ কার্য্য যে সব পণ্ড হয়, বালীয়—

দেব—ভাই তোমরা আমায় বহুতর বিপদ হ'তে রক্ষা ক'রেছ, আজ আমায় এই বিপদ হ'তে রক্ষা কর।

বাপ্পী। হাম্‌রা দাদা নাচার।

বাপ্পা। আমিও নাচার। ছি!

(গহ্বর মধ্যে প্রবেশ)।

দেব। এ হিসাব রহিবে না বহিন, দেখি ভেইয়া পলাইয়ে কোথা গেল?

(উভয়ের গহ্বর মধ্যে গমন)।

রূপ। আচ্ছা পুরুষ তোমায় দেখে নোব। আজকের অপমানের পূর্ণ মাত্রায় প্রতিশোধ দোব, রূপসী তোমাদের যা বলেছে, তা কোর্ব্বে, নইলে এ মুখ আর সে তোমাদের দেখাবে না।

(প্রস্থান)।

সকলের গীত।

আমরা হাসিতে হাসিতে এসেছিনু হেথা,
কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিনু।
হারান রতনে পেয়েও পেনু না, সরমে মরমে মরিনু॥
বড় আশা ছিল রতনে পাইব,
বুক ভরে ভালবাসায় বাসিব,
আবেশে উল্লাসে হাসাব হাসিব
সে হাসা হাসিতে নারিনু॥
হাসিয়ে গেল ছলে, নয়নের জলে,
ধারা শুধু হৃদে ধরিনু।

ভেবেছিনু কত প্রমোদে মাতিব,
প্রেমের পশরা লইয়া পশিব,
প্রেম প্রতিদান লওয়াব লইব,
ভাল লওয়া দেওয়া করিনু॥
বিকি কিনি কিছু হলোনা হলোনা,
পশরা লইয়া মরিনু॥

পটক্ষেপণ।





তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

মদন মন্দিরে যাইবার পথ।

কমলকুমার ও দেবাদিত্যের প্রবেশ।

ক-কু। দেবতা! পিতার মত না অমত? তিনি অনুকূল না প্রতিকূল?

দেবা। রাজকুমার! আপনার কথা শুনে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

ক-কু। সন্তুষ্টি কিসে বুঝলেন? পিতা কি বলেছেন?

দেবা। বলেছেন, শুধু বলেছেন কেন, আজও বলেন যে, এ বিপদ থেকে কুমার আমায় রক্ষা করবেন। এ কলঙ্ক মোচনের ভার যখন কুমার স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করেছেন, তিনি বলেন, তাঁর বিশ্বাস কুমারই তাঁকে এ জ্বালা সহ্য করতে দেবেন না।

ক-কু। ভাল দেবতা ভাল, শুনে সন্তুষ্ট হলেম। এখন দেখ্‌বেন, যেন পিতৃদেব আমার কথায় বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস না করেন। আমি যে তাঁর অশিষ্ট, অবিনীত, অবিশ্বাসী পুত্র নই এ কথা তাঁকে বিশেষ করে বুঝিয়ে দেবেন।

দেবা। কুমার বাহাদুর! সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজকুমারী এবং তাঁর সহচরী কটী যে উপযুক্ত পাত্রে লীলা-স্থলে প্রাণ সমর্পণ করেছেন, এবং লীলাস্থলে বিবাহিতা হয়েছেন, এই টুকুই যথেষ্ট। মহারাজ, অবিবেচক নন, এ কার্য্যে তিনি যে অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন না, একাজ তাঁর মনের ভাবে এবং কথার কথায় প্রমাণ পেইছি। আপনি যখন এই সব কথা তাঁকে জানিয়ে এলেন, তখন হ'তে তাঁর সেই উগ্রদীপ্ত মুখে যেন একটু আনন্দের শান্তছটা বহির্গত হলো, ভাবে বোধ হলো, যেন তাঁর নিরাশ হৃদয়ে আশার মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হ'তে লাগ্‌লো।

ক-কু। ভাল দেবতা ভাল, এখন আসুন, প্রণাম। পদধূলি দিন।

দেবা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

(প্রস্থান)

ক-কু। (স্বগত) ভট্ট ঠাকুর যা বল্লেন তাতে দেখ্‌ছি পিতার কঠোর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়েছে. আমি ত এক মাত্র রূপসীর কথায় নির্ভর ক'রে এতদূর অগ্রসর হয়েছি, না জানি অদৃষ্টে কি আছে।

(রূপসীর প্রবেশ।)

রূপ°। ঘটকালী কর্‌তে গিয়ে ঠকেছি কুমার।

ক-কু। কি রকম?

রূপ। করতে গেলুম এক, হ'য়ে পড়লো আর। রাজকুমারী আর তাঁয় সখিদের সেই তদ্দিনে—সেই ঝুলনের কথা বলতেই, তাদের সব মনে পড়লো। তখন সবাই বলে সত্যিই ত আমরা গাঁট ছড়া বেঁধে তমাল গাছের চার পাশে ঘুরে সেই একজন অপরিচিত মানুষকে স্বামীত্বে বরণ ক'রে ছিলুম।

ক-কু। তার পর ?

রূপ। তারপর আর কি ! তারপর যা হ'য়ে থাকে তাই হঠাৎ—

গীত।

রূপ। - উঠ্‌লো ফুটে, প্রেমের চোটে, শুক্‌নো হৃদয়কলি।

ক-কু। সব মজালি, গোল বাধালি বল্‌না কি তুই হলি॥

রূপ। (এতে) নতুন কিছুই নয়, প্রাণের তারে ঘা পড়েছে আর কি সামাল হয় ?

উভয়ে। হলাহলি গলাগলি শেষটা কেলল ঢলাঢলি॥

ক-কু। পরের কাজে ঘট্‌কী সেজে বেড়াস্ হেথা হোথা, নিজের প্রাণের কলের চাবি হারিয়ে এলি কোথা ?

রূপ। (তাই ত বটে সত্যিই ত) ছি ছি এ লাজের কথা কার কাছে বা বলি !

উভয়ে বুঝে সুঝে সাম্‌লে নিজে আয় দু জনে চলি॥

ক-কু। তাতো হলো, তারপর ?

রূপ। তারপর হা হুতাশ ! দীর্ঘশ্বাস !

ক-কু। তারপর ?

রূপ। তারপর হাতে ধরা, পায়ে পড়া।

ক-কু। তারপর ?

রূপ। তারপর সবাই মিলে বল্লে "কোথায় আমাদের মনোচোরা আমি বল্লুম, "অনেক দূর" তারা বল্লে তা হোক্ আমাদের নিয়ে চল তাঁরে দেখ্‌বো।"

ক-কু। তারপর ?

রূপ। তারপর আর কি নিয়ে গেলেম, দেখালেম।

ক-কু। তারপর ?

রূপ। তারপর কি হ'লো আর তোমায় বলবো না। তবে এই টুকু ব'লে রাখি যে, তাঁরাও গিয়ে চিন্‌লে তিনি তাঁদের। আর তিনিও চিন্‌লেন তাঁদের তিনি !

ক-কু। বেশ বুঝ্‌লুম।

রূপ। তারপর তারা বল্লে—বল্‌তে বল্‌তে এলো

গীত।

(আমরা) ধরি ধরি করি যাঁহারে।
ধার কি উপায়ে কিসে তাঁহারে॥
তিনি মনোমাঝে শুধু আসিয়ে,
এসে দেখা দে পালান হাসিয়ে,
তাঁরে আলোকে কি ঘন আঁধারে
পাব কেমনে সুধাব কাহারে॥

রূপ। এখন এক দিকের কতকটা হলো, এখন আর এক দিকের কি ?

ক-কু। কোন দিক্ ?

রূপ। তোমার দিক আর আমার দিক।

ক-কু। সে কথা ত কওয়া আছে। তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌বো।

রূপ। আমি বলছি তুমি এখন স’রে পড়।

ক-কু। কেন?

রূপ। তার কারণ আছে।

ক-কু। ভাল, স’রে পড়লুম।

(প্রস্থান)

রূপ। আমার উপকারী বন্ধু তাঁরা এখনো আস্‌ছে না কেন? আস্‌বার সময় তো হয়েছে, কে জানে হয় তো কাকে আন্‌বার কথা ছিল তাকে পায়নি, যে ভিখারীর কন্যা সে, সে ভিখারী হয় তো তাকে ছাড়েনি কে জানে কি হবে? কি জান আমার অদৃষ্টে ভগবান্ কি লিখেছেন! এই যে তাকে নিয়ে আস্‌ছে।

(সুন্দরীসহ বালীয় ও দেবের প্রবেশ।)

রূপ। এই যে দাদা তোমরা এসেছ, আমি আরও কত কি ভাব-ছিলুম।

দেব। তোহার ভাবনা কি দিদি! তু হামাদের মায়ের পেটের বহিনের মতন আছিস, তোহারে যা কহিয়ে যাবোঁ তা ঠিক কর্ব্বো! এই দেখ্ হামরা সুন্দরী আনিয়েছি, দেখ্‌তো কেমন?

রূপ। আ হা হা হা দাদা, নামেও সুন্দরী, চেহারাতেও সুন্দরী, সুন্দরী দিদি, তুমি যে রাজার ঘরের যোগ্য!

(সুন্দরীর মুখ বিকৃত করণ)

দেব। ও দিদি, কি বলছিস? ও যে ঠোঁসা আছে, ওরে চিটাঁয়ে বোল।

রূপ। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, আমি সেটা ভুলে গিছলুম (উচ্চৈস্বরে) আহা সুন্দরী দিদি! তোমার এত রূপ!

সুন্দরী। (খোঁণা স্বরে) তুই কে লা? তুই এত চেঁচিয়ে কথা বলিস। আমি শুন্‌তে পাইনা নাকি?

রূপ। (হাসিয়ে উচ্চৈস্বরে) না না সে কথা ত আমি বল্‌ছি না, তুমি খুব শুন্‌তে পাও।

সুন্দরী। (খোণা স্বরে) আবার তামাসা, আবার হাসি?

রূপ। না দিদি না, তোমায় কি তামাসা কর্ত্তে পারি, তুমি আমার উপর রাগ করো না, আমি তোমার দুটি হাতে ধরে বলছি, তুমি রাগ করোনা।

সুন্দরী। আমি রাগ কর্ত্তে জানিনা, কিন্তু আমায় ঐ পোড়া কথা টা বোল্লে আমার ভারি রাগ হয়।

রূপ। কোন কথটা, ওই কাণে শুন্‌তে পাওনা, ওই কথাটা, ওই কালা বলা কথাটা!

সুন্দরী। আবার ওই পোড়া কথা, না আমি থাক্‌বোনা, ও হত-ভাগা পোড়ার মুখোরা তোরা কেন হেথায় নিয়ে এলি বল। আমায় এই অপমান কর্ব্বার জন্যে নিয়ে এলি বল?

বালীম। না দিদি না, রাগ করিস না, মনতিরির ছেলিয়ার সাথে তোহার বিয়া দিব বলিয়ে তোঁহারে আনিয়েছি জানিস?

সুন্দরী। বিয়ে? বিয়ে? সত্যি বিয়ে? কোথায় বিয়ে? আমায় বিয়ে দিতে আন্‌লি বলে ত আমায় ভিখিরী বাপ তোদের সঙ্গে ছেড়ে দিলে, এখন কই বিয়ে! কোথায় বিয়ে।

গীত।

বিয়ে দিবি বলে আমায় আন্‌লি ভুলিয়ে।
দম দিয়ে প্রাণ মজিয়ে শেষে দিস্‌নি ভাসিয়ে॥
আমার দুখে পাষাণ গলে,
চোখের জলে তুফান চলে,
নাগর ধরে এনে দেরে আজই আমার দে বিয়ে॥

রূপ। (উচ্চৈস্বরে) সুন্দরী দিদি, বিয়ে তোমার হবে, ভাল লোকের সঙ্গে হবে, তুমি ভেবো না, তোমার বরকে দেখতে চাও ত চল, ওই গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকিগে চল। শুন্‌ছো? না শুন্‌ছো না?

সুন্দরী। আবার সেই পোড়া কথা, আমি শুন্‌তে পাচ্ছিনা? আমায় যে শুন্‌তে পাচ্ছে না বলে সে কালা—কালা কালা (জিব কাটিয়া) ছি ছি ছি ওই পোড়া কথাটা আমারই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো!

রূপ। না না না, তুমি তা কেন হবে দিদি, তুমি খুব শুনতে পাও, খড়্‌কেটি পড়লে তার শব্দটি পর্য্যন্ত শুন্‌তে পাও, তুমি কি সেই তাই?

সুন্দরী। ঠিক বলেছ? এখন গাছের আড়ালে গিয়ে আমার বরকে দেখাবে বল্লে যে, সেই গাছের আড়ালে চল।

দেব। কিন্তু দিদি তোহর সাথে যে কোথা আছে সেটি ঠিক রাখবে? বরের সাথে তু কোথা কহিস্‌ না। হাম্‌রা তাহারে বোলিয়েছি, তু বিয়া না হলে বরের সাথে কোথা

কহিবি না, তোর ওহি রকমের বরতো আছে, দেখিস্ দিদি! যেনো কোথা কহিয়ে ফেলিস না।

সুন্দরী। না—তা কইবো না।

রূপ। চ দিদি চ ওই সে আস্‌ছে।

(সকলের বৃক্ষান্তরালে গমন।)

(বালীয় ও দেবের বঙ্কাকে লইয়া প্রবেশ।)

বালীয়। আরে দাদা হামাদের কোথা কি মিছা হোয় ? দেখবি তোহর লেগে কেমোন জিনিস্ আনিয়েছি।

বঙ্ক। যাই—কই কই জিনিষ ?

বালীয়। সুন্দরি! এখানে আস্‌তো দিদি! তোহর বরের সাথে দেখা কোরিয়ে দি।

(সুন্দরীর প্রবেশ।)

বঙ্ক। (বগল বাজাইতে বাজাইতে) বাহবা! বাহবা! কেয়া খাপ্ সুরুত! মরি মরি মরি! কি সুন্দর আহা মরি মরি মরি! বেশ—বেশ বেশ স্বর্গ! স্বর্গ! এ স্বর্গের দেবী। ও বালীয়! দেবা ও তোদের রাজা করে দেবো! কি মিষ্টি! কি মধুর! কি মজা! কি মজা! এমন জিনিষ কোথা ছিল রে! (জানু পাতিয়া বসিয়া কর যোড়ে) হে চমৎকার-কারিণী! মনোমোহিনী! বিলাসিনী! আমায় তোমার চরণ তলে স্থান দাও, আমি তোমায় লয়ে দুনিয়া তুচ্ছ ক'রে এত দিনের হাহা শব্দ দীর্ঘ নিশ্বাসের ঠেল হতে রক্ষা পাই।

(রূপসীর গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

(আহা) বেশ সেজেছে, মন মজেছে, দিব্যি দুটি বর কনে।
কাণা খোঁড়ার মিল্‌লো জোড়া, বেয়াড়া প্রেম খ্যানখেনে॥

যেমন দ্যাবা—তেমনি দেবী,
ঠিক যেন গো আঁকা ছবি,
চোখে চোখে বুকে বুকে মিল্‌লো কেমন দুজনে।
কে কোথায় যাও দেখে হায়! এমন মধুর মিলনে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজা নরহর রাওয়ের মন্ত্রণা গৃহ।)

(রাজা নরহর রাও, সভাসদ্‌গণ ও দেবাদিত্য উপস্থিত।)

নর। আশ্চর্য্য! আমার উন্নত মস্তক নত হচ্চে, হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তোমাদের শরীরের একটী শিরাও কম্পিত হচ্চে না। ধন্য তোমরা! তোমাদের সহ্যগুণ যথেষ্ট, কিন্তু আমি যে আর পারি না!

১ম-স। কেন প্রভু?

রা। (সরোষে) কেন প্রভু! আর প্রভু কথাটা কেন? প্রভু কথাটা নদীর জলে বিসর্জ্জন দাও। ছিঃ ছিঃ! প্রভুর মানমর্য্যাদা ভালই রক্ষা করছো তোমরা! আর এই ঠাকুর! দেবাদিত্য ঠাকুর! আর সেই তিনি আমার উপযুক্ত বংশধর আমার কুমার বাহাদুর! এক পক্ষের মধ্যে আমার বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করবেন। কই তিনি? কোথায় তিনি? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!—

দেবা। মহারাজ—

নর। (সরোষে) কি ঠাকুর আবার মহারাজ কেন? আমার অমর্য্যাদা সূচক কিছু নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করছেন নাকি? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!--

১ম-স। মহারাজ! আপনি বিরক্ত হচ্চেন কেন?

নর। (ব্যঙ্গভাবে) আহা সত্য সখা! তুমি আমার সত্য সখা— বিরক্তির কারণ তো তুমি কিছুই দেখতে পাচ্ছো না। কিন্তু —কিন্তু এটা জেনো, আমি সূর্য্য বংশীয় রাজবংশধর আমার উন্নত মস্তক অবনত হ'লে তোমরা ধূলি কণায় পরিণত হবে। এ জ্ঞান তোমাদের নাই! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

(কমল কুমারের প্রবেশ)

ক-কু। (করজোড়ে) পিতঃ! এ দাস উপস্থিত!

নর। (ব্যঙ্গভাবে) আহা হা! ভাল! খুব ভাল! তুমি যে উপস্থিত হ'য়েছে! এইটুকু ভাল, কিন্তু একপক্ষ সময় চলে যায় যে বাপু, তার কি করেছ? তা জানতে পাই কি?

ক-কু। অবশ্যই পাবেন।

নর। পার বল? সত্য বল? কি হয়েছে, সত্য বল?

ক-কু। ভগ্নি আমার আর তার সহচরীর যে বিবাহিতা একথা ঠিক! এ কথা সত্য! দেবাদিত্য ঠাকুরের কথা ধ্রুব সত্য।

দেবা। গণনা মিথ্যা হয় না।

১ম-স। রাজকুমার! কোথায়? কাদের সঙ্গে?

ক-কু। কোথায় কাদের সঙ্গে, তা এখনও জানতে পারিনি।

নর। ছিঃ! কুমার! তবে কি জেনেছ? একি! আমার সঙ্গে রহস্য? পুত্র তুমি যেন তোমার জ্ঞান থাকে!

ক-কু। পিতৃদেব! এ জ্ঞান তো আমার বাল্যকাল হতেই আছে।

নর। তবে বল সে কে? আর তারা কে? কোথায় থাকে?

ক-কু। আজ্ঞে মহারাজ! তারা বোধ হয়—হয় কেন নিশ্চয়ই আমাদের রাজ্য মধ্যেই আছে।

নর। আছে? কোথায় আছে বল?

ক-কু। মহারাজ! আমি সত্য বলছি, রাজ্য মধ্যে সে তারা আছে, এ আমি সন্ধান পেয়েছি; কিন্তু কোথায় তা আমি আজ জানতে পারবো!

নর। কুমার! তা জানো, জেনে এসে আমাকে সংবাদ দাও।

ক-কু। কিন্তু পিতঃ! পুত্রের এই অনুরোধ যে, পিতা হ'য়ে বাৎসল্যের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হবেন না।

নর। (হাসিয়া) তোমার অভিপ্রায় কি?

ক-কু। উপযুক্ত পাত্র হলে কন্যার সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করবেন।

নর। ভাল দেখা যাবে।

(কুঞ্চুকির প্রবেশ)

কুঞ্চু। মহারাজ অভিবাদন করি।

নর। প্রয়োজন কি?

কুঞ্চু। মহারাজ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিপুত্র কোন প্রয়োজনে আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা কচ্ছেন।

নর। ভাল লয়ে এস।

(কুঞ্চুকির প্রস্থান ও বঙ্কবিহারী, সুন্দরী, বালীয় ও দেবসহ পুনঃ প্রবেশ ও সকলের রাজাকে অভিবাদন করণ।

নর। বৎস বঙ্কবিহারী তোমার কি প্রয়োজন?

বঙ্ক। মহারাজ! মহারাজ—মহারাজ—

নর। আবশ্যক কি বল ?

বঙ্ক। সত্য কথা মশাই! আবশ্যক—আবশ্যক—আবশ্যক—কি বলবো—কি বলবো—কি বলবো—রাজা মশাই—রাজা মশাই—রাজা মশাই—বলতে—বলতে—বলতে—লজ্জা করে—লজ্জা করে—লজ্জা করে—

নর। লজ্জা কি বাপু বল! কি হ'য়েছে বল! এই সুন্দরী কন্যাটী কে? কি জন্য তোমার সঙ্গে এখানে এসেছে স্পষ্ট ক'রে বল ?

বঙ্ক। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আজ্ঞে—মহারাজ—মহারাজ—মহারাজ

১ম স। কি কথা বলনা ?

বঙ্ক। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আজ্ঞে এঁরা বলুন—এই—এই—এই—এঁরা বলুন—

নর। কি হয়েছে ?

বালীয়। আরে রাজা শুনতে চাস্‌তো হাম্‌রা বলতে পারি।

১ম স। (সরোষে) একি অসভ্যতা! রাজার প্রতি এ প্রকার সম্বোধন ?

দেব। হাঁরে দাদা! হামরা ভীলের ছেলিয়া হামাদের কোথাই এই রাজা হামাদের কোথা বুঝবে, তুকি বুঝবি দাদা ?

নর। না না, আমি বুঝেছি, সত্যসথা! ওদের ওপর রাগ করোনা, ওদের কথাই ঐ প্রকারের। বল তোমাদের কি কথা আছে বল ?

বালীয়। হাঁ দেখ রাজা! এই ছুঁউরীঠাকে দেখছিস্, এটা ভাল রাজপুতের মেইয়া, সে রাজপুতটা বড় গরীব আছে, রাজা! আর সেটার পক্ষাঘাত বেমো আছে, তাই আস্‌তে পারেনি।

নর। বেশ তার পর?

বালীয়। তার পর আর কি! এই বঙ্কবিহারী এই ছুঁউরীকে দেখে বিয়া কর্ত্তে চাইছে।

নর। ভাল তার পর?

বালীয়। তারপর সে বলিয়েছে যে, এই বঙ্কবিহারী এঁহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি এই ছুঁউরীকে লিখিয়ে দিবে তো সাধি হোবে। ওহি জন্যে হামাদের সাথে এই ছুঁউরীকে পেঠিয়েছে, রাজা সে পক্ষাঘাতী বেমারী আছে না?

নর। বঙ্কবিহারী! এ ব্যক্তি যা বলছে সবই সত্য?

বঙ্কা। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! সব সত্য! অর্দ্ধেক কেন আমি সব লিখে দিতে পারি।

নর। ভাল তবে তাই হোক! কুমারজী! এদের লয়ে যথা বিহিত কার্য্য করগে। সত্য সখা! তোমরাও এস।

(রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নর। (স্বগতঃ যে পাপাত্মা আমার সম্ভ্রমের মূলে কুঠার আঘাত কোরেছে, আমি তাকে ক্ষমা করব? কুমারের ইচ্ছা এই। বালক—বালক—বালকের মতানুবর্ত্তী হ'য়ে আমি প্রায় আমার কুল মানে জলাঞ্জলি দেবো, সে তাই ভেবে নিশ্চিন্ত হোক, আমি যা কর্ব্বো তা আমার মনে আছে—মনে আছে তার শিরচ্ছেদ।

(নরহররাওয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান বাটিকা।

(গান করিতে করিতে কমলকুমারীর প্রবেশ)

গাত।

মরমের জ্বালা মরমে চাপিয়া.
রাখিতে নারিনু আর।
গুমে গুমে পুড়ে, জ্বলিয়া উঠিয়া
করিল যে ছারখার॥
সদা হা হুতাস, দীরঘ নিশ্বাস,
বাতাস হইল তার।
আঁখি জলে জ্বালা, নিবাতে নারিনু
সার হলো হাহাকার॥
শেষে সার হ'লো হাহাকার॥

কমল! (স্বগত) মনে ছিলনা ভাল ছিল, এ যে বড় বিষম জ্বালা হ'লো এক দিকে পিতার ক্রোধ, অন্য দিকে স্বামীর অশ্রদ্ধা, এই দুই আগুনের মাঝে পড়ে প্রাণ যায়! হায়! হায়! কি অদৃষ্ট নিয়েই ভারতে জন্মেছিলুম।

(গান করিতে করিতে সখীচতুষ্টয়ের প্রবেশ)।

গীত।

(ছি ছি ছি ছি) নারী হোয়ে হায় জন্মাব না আর।
এ জনমেতে কান্না সুধু সার॥

এতে সুখের মাত্রা একটু খানি,
দুখের মাত্রা ঢের,
বড় বিষম জ্বালা এর,
এতে হাসি বড় কম কান্না বেশী
অধিক কেবল হাহাকার ॥
এতে দোষ দেবা কার নিজের নিজের নয় কি
বিধাতার ॥

কমল। এক পক্ষের শেষ দিন আজ, কি হবে সই ?

আশা। স্বোয়ামী ধোরে দোব !

কমল। স্বামী পাব কি কোরে ? সে দিন তিনি আগ্রাহ্য করেছেন, মনে আছেত !

শুভ্র। রূপসী দিদি বোলেছে, স্বামী আমরা পাব।

কমল। ভাল স্বীকার কোল্লেম, হয় স্বামী আমরা পেলেম, কিন্তু পিতার কোপ থেকে তাঁকে বাঁচাব কি ক'রে ?

প্রভা। কেন ! রাজকুমার বলেছেন, তাঁকে রক্ষে কর্ব্বেন ?

(রূপসীর প্রবেশ।)

কমল। রূপসী দিদি ! এসেছো ! আমাদের দশা কি হবে দিদি !

আশা। আমাদের একুল ওকুল দুকুল যে যায় দিদি !

শুভ্র। আমাদের অর্দ্ধেক পথ এনে, যে শেষ পথ হারিয়ে দিচ্ছ দিদি।

প্রভা। আমাদের কাটাঘায়ে যে নুনের ছিটে পড়ছে দিদি !

পুষ্প। আমাদের প্রাণের ঘা না শুখুতে শুখুতেই গলায় যে তলোয়ারের ঘা পড়ে দিদি !

রূপ। কেন? হয়েছে কি?

কমল। হবে আর কি? স্বামীর অনাদর, পিতার কোপ আর এক পক্ষ সময়ের শেষ দিন।

রূপ। তার উপায়! রাজকুমার!

আশা। এখন আমরা করি কি?

শুভ্র। কোন্ পথে যাই?

প্রভা। কি কাজ করি?

পুষ্প। কি কল্লে কি হয়?

রূপ। যা কল্লে যা হয়, যে কাজ করা উচিত, যে পথটা সোজা পথ, যা কর্ত্তে হবে. আমি আর রাজকুমার তা সব ঠিক কোর্ব্ব।

কমল। তবে এখন।

রূপ। এখন আবার একবার সেইখানে যেতে হবে।

কমল। আবার সেখানে?

আশা। আবার তাঁর কাছে?

শুভ্র। আবার সেই নিষ্ঠুরের কাছে?

প্রভা। আবার সেই অরসিকের পায়ে ধরতে?

পুষ্প। আবার সেই কাপুরুষের চরণে গড়াগড়ি দিতে! তা যাবনা, মরবো তবু মর্য্যাদা হারাব না!

রূপ। ছিঃ পুষ্প! স্বামী গুরু, দেবতার চেয়েও উচ্চ, এ কথাটা ভুলোনা। তোমরা সব উচ্চ বংশের কন্যা তোমাদের মুখে এ রকমের কথা শোভা পায় না! রাজকুমারি! আপনি এদের লয়ে যান, গিয়ে আবার তাঁর পদতলে পোড়ে প্রেম

ভিক্ষা করুন, তিনি মহৎ, ঐ কথা আমি জানি, আপনি যান, এঁদের লয়ে যান।

কমল। যাব? রূপসী যাব?

রূপ। যান!

কমল। অপমানিত হব না?

রূপ। না।

কমল। রোষে জ্বলে মরবো না?

রূপ। না।

কমল। ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হব না?

রূপ। না।

কমল। অভিমানের ভয়ে ফিরে আসব না?

রূপ। না।

কমল। শেষে আত্মগ্লানিতে আমাদের আত্মহত্যা ক'ত্তে হবে না?

রূপ। না।

কমল। তবে চল আশা! চল শুভ্র! চল প্রভা! চল পুষ্প! প্রাণের মন্দিরে যে দেবতা স্থাপন ক'রেছি, তাঁর দর্শনে যাই।

(রূপসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)।

(অন্য দিক হইতে কমলকুমারের প্রবেশ)।

ক-কু। এই যে রূপসী হেথা। এরা কোথায় গেল?

রূপ। গেল নাগর দেখ্‌তে।

ক-কু। তারপর?

রূপ। তারপর কি?

ক-কু। তারপর কি তুমি তো সব জান। সেই এক পক্ষের আজ শেষ দিন, পিতার কোপ হ'তে আমায় রক্ষা কর।

রূপ। চাও কি ?

ক-কু। বল তিনি কে ? কোথায় থাকেন ?

রূপ। তিনি সূর্য্যবংশীয় রাজকুমার। ছদ্মবেশে পর্ব্বত-কন্দরে বাস করেন। তিনি দেবতার আশ্রিত, তাঁর দেহের ছটায় পর্ব্বত-কন্দর আলোকিত।

ক-কু। শুনে সুখী হ'লেম, এখন ?

রূপ। এখন রাজকুমারীর মিলনের ভার আমার ওপর, আমি তাঁদের মিল করাইগে। রাজকুমার! এদিকে আপনার পিতাকে শান্ত করুন।

ক-কু। তার পর ?

রূপ। তার পর, আমি আপনার আশ্রিত; চরণে রেখে, এ দাসীর জীবন সার্থক কর্ত্তে প্রস্তুত থাকুন। এখন আমি চল্লেম, কিন্তু পরে আপনিও তথায় যাবেন।

(প্রস্থান)।

ক-কু। (স্বগত) কে জানে কি হয়, কে জানে কি হবে, কি জানি কি ঘট্‌বে? না জানি পিতা আমার কি রকমে কি ভাবে, এ সব কথা গ্রহণ কর্ব্বেন।

(সভাসদ্‌গণসহ রাজা নরহররাওয়ের প্রবেশ)।

নর। এই যে! কুমার! এক পক্ষ সময় শেষ হ'লো কি ?

ক-কু। আজ্ঞে হ্যাঁ পিতা।

নর। তবে ? তার পর ?

ক-কু। আজ্ঞে পিতঃ! আমি সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করেছি। ভগিনী আমার যাঁকে আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি সূর্য্য-

বংশীয় রাজবংশধর! কোন কারণে আমাদের রাজ্যে ছদ্মবেশে বাস কচ্ছিলেন, এখন তিনি শৈল পর্ব্বত-গহ্বরে আছেন।

নর। উত্তম কথা! কুমার! বড়ই সন্তুষ্ট হ'লেম। কিন্তু প্রমাণ চাই। শীঘ্র প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে আন।

ক-কু। যে আজ্ঞে। আমি এখন যেতে পারি?

নর। অবশ্য পার।

(কমলকুমারের প্রস্থান)।

সূর্য্যবংশীয় রাজকুমার! আবার ছদ্মবেশে! ছদ্মবেশে কেন? সূর্য্যবংশীয় রাজকুমার যদি তবে এ প্রতারণা কেন? প্রতারণা! এ নিশ্চয় প্রতারণা! কুমারকে ভুল বুঝিয়েছে! কুমারও ভুল বুঝেছেন। সে প্রতারক যেই হ'ক, আমার এই শাণিত কৃপাণে তার শির দ্বিখণ্ডিত হবে।

(উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে সকলের সহিত প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

শৈলগহ্বর।

(বাপ্পারাও উপস্থিত)

বাপ্পা। (স্বগত) আর কেন, আর কেন ভাবিয়া কি ফল,
ভাবনায় দিলাম বিদায়—
কার্য্য শুধু, কার্য্য শুধু করিবার সময় আমার;
শুনিতেছি যেন এই ভারত ব্যাপিয়া,
চলিতেছে উচ্চ হাহাকার,

উঠিতেছে গগন ভেদিয়া রোল,
করুণ কল্লোল ধ্বনিতেছে দ্বারে দেবতার,
প্রতিধ্বনি বাজিছে আবার,
ফিরিয়া এ মরতের কর্ণে সবাকার,
এ দারুণ অবস্থার, পরিবর্ত্তনের কাল
আসি উপস্থিত, করিবারে সবাকার হিত,
রুদ্র গীত উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়া,
তাণ্ডব নৃত্য করি বাজাইয়া প্রলয়ের ভেরী,
জাগাইয়া মনুষত্ব মহত্ত্ব হৃদয়ে সবাকার,
উন্মত্ত কৃপাণ করে,
ত্রিশূলীর বরে করিতে চলিব মহামার!
সেথা পাব অত্যাচার অনাচার পাপের সঞ্চার,
নির্ম্মম-হৃদয়ে তাহা করিব সংহার;
প্রয়োজন হয় যদি রুদ্র মূর্ত্তি ধরি, বহাইব রুধিরের ধার,
ত্রিসংসার হেরিবে বিস্মিত নেত্রে বিপুল ব্যাপার;
শার্দ্দূল শকুনী প্রেত পিশাচ বায়স
ডাকিনী যোগিনী শিবা ভৈরব রাক্ষস;
রণক্ষেত্রে আসি সবে কোলাহল করি,
ছিন্ন মুণ্ড ভিন্ন দেহ সবলে লইয়া
কড়কড়ে করিবে চর্ব্বণ,
লেলিহান জিহ্বা মেলি লেহিবে শোণিত;
লকলকি পিয়িয়ে অঞ্জলি ভরি ভরি চকচকি
চুষিবে শুষিবে যাহা রবে অবশেষ।
পাপী সহ পাতকের হইবে নিঃশেষ!

আর নহে! আর নাহি বিলম্ব করিব,
অবিলম্বে কার্য্য ক্ষেত্র পানেতে ধাইব।
শিরে ধরি গুরু আশীর্ব্বাদ, আর ধরি
দেবতা প্রসাদ! অবসাদ তুচ্ছ করি;
পাতকের সহ সুখে সংগ্রামে পশিব।
পাতকীর মুণ্ড ল'য়ে গেণ্ডুয়া খেলিব।

(গান গাহিতে গাহিতে কমলকুমারী ও সখী চতুষ্টয়ের প্রবেশ)

গীত।

(আমরা) দেবতা পূজিতে এসেছি।
এসে চরণে শরণ লয়েছি॥
দেখি দেবতার দয়া হয় কি না হয়,
দেবতায় কথা কয় কি না কয়;
দয়া করাইব, কথা কহাইব,
এই ভেবে প্রাণ সঁপেছি॥
যদি দয়া নাহি পাই, কথা না কহাই;
প্রাণ বলি দিব এঁচেছি।
শেষে বলি হ'তে হবে বুঝেছি॥

বাপ্পা। আমি যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছি; যে কার্য্য করবার জন্য অগ্রসর হ'চ্ছি, সে কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা কর্ত্তে কেন তোমরা এসেছ?

ক-কু। প্রতিবন্ধক হ'তে আসিনি প্রভু! আমরা আপনার বিবাহিতা পত্নী, পতির কার্য্যে সহায়তা করাই আমাদের ধর্ম্ম! আমরা তাই করবার জন্য এসেছি।

বাপ্পা। সে কার্য্যে তোমরা সহায়তা কোর্ত্তে পার্ব্বে না। সে কার্য্য পুরুষের,—রমণীর নয়।

আশা। রমণী যে মহাশক্তির অংশ প্রভূ! পুরুষের প্রাণে আমরা শক্তি সঞ্চার ক'রলে, তবেই পুরুষের পুরুষত্ব; নচেৎ নয়; এ কথা কি আপনি বোঝেন না?

শুভ্র। না বুঝে থাকেন এখন বুঝুন।

প্রভা। মুখ ফিরিয়ে থাকিলে কি আর বোঝা হয়?

পুষ্প। এখন না বোঝেন, নাই বুঝলেন; কিন্তু অবশেষে বুঝতে হবেই।

বাপ্পা। প্রগল্‌ভা রমণীদের বাক্‌চাতুর্য্যে হীনচেতা মানুষই মোহিত হয়, অপরে হয় না। তোমরা আর অধিক বাক্য ব্যয় ক'র না, অপমানিত হবার পূর্ব্বেই এখান হ'তে প্রস্থান কর।

ক-কুমারী। কি অপমান কোর্ব্বেন প্রভু! করুন, আমরা প্রস্তুত আছি।

বাপ্পা। ভাল, আমিও প্রস্তুত হই।

(অকস্মাৎ শূন্য হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী ভবানীমূর্ত্তির আবির্ভাব।)

ভবানী। ছি ছি বৎস! কি কর, কি কর, শক্তি ওরা
অংশ যে আমার। জান না কি ধরণীতে
রমণীর কত প্রয়োজন? কি কারণ?
চারি রূপে চারি কার্য্য করিছে সাধন।
শুন বলি মন দিয়া করহ শ্রবণ।
মাতৃরূপে প্রসবি সন্তান, বিধাতার
সৃষ্টি কার্য্য করিছে সাধন। ভগ্নীরূপে

ভ্রাতার মঙ্গল সদা করিছে চিন্তন !
পত্নীরূপে পুরুষের করিছে সেবন !
কন্যারূপে এ জগতে লইয়া জনম,
পিতা মাতার প্রাণে বাৎসল্যের স্রোত--
প্রবাহিত করিয়া পূজিছে আমরণ।
মহাভাবময়ী নারী নরের সহায় !
রণে বনে সঙ্কটে চিন্তেন সদুপায় ;
যে কার্য্যে হ'য়েছ অগ্রসর, সেই কার্য্যে
এই শক্তি সাহায্য করিবে শক্তিধর !
শক্তিধর ! শক্তি তোর নিজে অগ্রসর !

বাপ্পা। যথা আজ্ঞা জননী গো অবনত মাথে,
তব আজ্ঞা করিব পালন। ল'য়ে শক্তি,
মহাশক্তি শক্তি হৃদে করিব ধারণ
শক্তি মন্ত্র লইব জপিব আমরণ !!

(একান্তে নরহর রাও ও সভাসদ্‌গণের উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে
বেগে প্রবেশ ও হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া
দণ্ডায়মান হওন।)

ভবানী। লহ বৎস ধর এই করাল কৃপাণ !
বিদ্যুৎ ক্ষরিবে ইহা হ'তে, ঝলসিবে
পাপ চক্ষু দর্শনে, ইহার পরশনে,
দ্বিখণ্ডিত দৈত্য মুণ্ড হবে খান খান !
পাপ যাবে ভারতের পুণ্য পাবে স্থান।

(বাপ্পাকে অসি প্রদান।)

(রূপসী ও কমল কুমারের প্রবেশ ও দেবী প্রণাম।)

ভবানী। সূর্য্যবংশ-বংশধর! আশীর্ব্বাদ করি,
কার্য্য তব হইবে সাধন। ভারতের
একছত্র সম্রাট হইবে তুমি; কালে
সমগ্র প্রকৃতিবর্গ আনত মস্তকে,
আজ্ঞা তব করিবে পালন। রাজ্য তব
রাম রাজ্য বলি সবে করিবে ঘোষণ!
বীর-বংশ-তরু ভবে করিবে রোপণ;
সেই তরুচ্ছায়ে সবে জুড়াবে জীবন।

(অন্তার্দ্ধন হওন।)

নর। ওই যা দেবী অন্তর্দ্ধান হলেন। বাবা কমলকুমার! আজ তোমারই কল্যাণে আমার জীবনে অসম্ভব সম্ভব হলো। মা কমলকুমারী! তুমি যে মহাপুরুষে আত্ম সমর্পণ করেছ, তা আজ আমি বুঝ্‌তে পারলেম। এস বাবা এস, সূর্য্য-বংশের চূড়ামণি তুমি! তোমার প্রসাদে আজ আমাদের দেবী দর্শন হ'ল। এস একবার তোমায় আলিঙ্গন ক'রে আমি ধন্য হই!

(আলিঙ্গন করণ)

এরূপ জামাতা প্রাপ্তি বহু ভাগ্যে বটে। আজ কন্যারত্নের কল্যাণে আমি কৃতার্থ হলেম।

১ম-স-সদ। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি অমর হও। আমরাও আমাদের কন্যারত্নদের কল্যাণে কৃতার্থ হলেম। এরূপ উচ্চবংশজাত দেবানুগৃহীত ব্যক্তি তাদের পাণি গ্রহণ করাতে, আমরা নিজেদের বিশেষ অনুগৃহীত বোধ কচ্ছি।

বাপ্পা। মহারাজ! এ দাস অতি ক্ষুদ্র! আপনাদের নিতান্ত কৃপার পাত্র।

ক-কু। মহারাজ! এই যে আমাদের ভাগ্যে দেবী দর্শন ঘট্‌লো, (রূপসীকে দেখাইয়া) এই কুমারীই তার মূল, এই কুমারীই আমাকে সমস্ত সংবাদ দিয়ে এখানে আনিয়ে ছিলেন।

নর। আহা! কুমারী চিরজীবিনী হ'ক। আর আশীর্ব্বাদ করি, সৎপাত্রে অর্পিতা হ'ক।

(দেবাদিত্যের প্রবেশ।)

দেবা। মহারাজ! এ কুমারীর সৎপাত্র স্থির আছে।

নর। কে?

দেবা। রাজকুমার নিজে।

নর। বটে! পাত্রী কি সদ্বংশজাতা?

দেবা। আজ্ঞে হাঁ, আপনার মৃত মন্ত্রীর আত্মীয়া-কন্যা।

নর। তবে এ বিবাহে আমার কোন বাধা নাই। সভাসদ্‌! এ বিবাহ বিশেষ সমারোহের সহিত দিতে হবে।

(নেপথ্যে বঙ্ক) এরা আমায় মেরে ফেল্লেরে! কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর।)

নর। কি? কি? কি হয়েছে?

(বঙ্ককে টানিয়া বালীয় ও দেবের প্রবেশ পশ্চাতে সুন্দরীর প্রবেশ।)

বঙ্ক। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, এই গুণ্ডো দুটোর হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন; আর এই হত-ভাগী বেটীর হাত থেকে রক্ষা করুন। এই দুটো হয় পেয়েত নয় ভূত, আর এই ছুঁড়ী হয় পেত্নী নয় শাঁকচুন্নি।

সুন্দরী। (খোনাস্বরে) আবার পেত্নী! , আবার শাঁকচুন্নি!

বঙ্ক। (উচ্চৈঃস্বরে) তা না তো কি! এই দেখুন মহারাজ! পেত্নীর মত কথা, তাতে আবার কাণে শুনতে পায় না! হতভাগীটা কালা, জানেন মহারাজ! হতভাগীটা কালা!

সুন্দ। (ঐ) এ্যাঁ! আবার সেই কথা, তোর দুই গালে দুই ঠোনা মারি (ঠোনা মারণ)।

বঙ্ক। দেখুন দেখুন মহারাজ! আবার গায়ে হাত তোলে, আমি খুন হব, তবু এ বিয়ে কর্ব্বোনা।

ক-কু। এ বিবাহ তোমায় কর্ত্তেই হবে। তুমি রাজ দরবারে লেখা পড়া করে দিয়েছ, মনে নাই। রাজসভা রহস্যের স্থান নয়।

নর। অবশ্য! বঙ্কবিহারী ঐ স্ত্রী তোমার। আর দেখ! তোমার এই স্বামী। এর অন্যথা হলে বঙ্কবিহারী তুমি রাজদণ্ডে বিশেষ রূপে দণ্ডিত হবে। তোমার সমস্ত সম্পত্তি রাজ সরকারে বাজে আপ্ত হবে। আর তোমায় চিরদিন কারাগারে বাস কর্ত্তে হবে।

বঙ্ক। তবেই গেছি।

(মাথায় হাত দিয়া উপবেশন)

(রাজা দেবাদিত্য ও সভাসদগণের প্রস্থান)

সুন্দ। (ঐ) ও বর! ও বর! আর মাথায় হাত দিলে কি হবে! চল আমায় নিয়ে চল।

বঙ্ক। যা হতভাগী! যা, যা, যা, যা, যা।

রূপ। আর যা বল্লে চলছে না। এখন তোমার ছাপর খাটে শোবে, সোণার থালে খাবে, আর দিন দুইবার ক'রে কানে 'পাক লাগাবে।

বঙ্ক। তুই পোড়ামুখী আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছিস, দেখবি মজা !

রূপ। আর মজা দেখতে হবে না, এখন আমি কে তা জান ?

(বঙ্ক ও রূপসীর গীত)

বঙ্ক। (ওলো) জানি জানি জানি জানি
(ওলো) জানি জানি জানি জানি
তুই পায়ে ধরে আর কেঁদে কোকিয়ে,
হতেছিস্ রাজকুমারের রাণী,
(ওলো) জানি জানি জানি জানি ॥

রূপ। আমি পায়ে ধরে আর
কেঁদে কোকিয়ে পেলেম প্রাণের ধন।
তুই কেঁদে কোকিয়ে আর পায়ে ধরে কই
পেলিনা তো তেমন ॥

বঙ্ক। তুই সর্ব্বনাশের মূল আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছিস ভুল।

রূপ। কৈ কৈ ভুল ! কৈ কৈ ভুল ! কৈ কৈ ভুল !

বঙ্ক। এই ভুল, এই ভুল, এই ভুল,

রূপ। এতে ভুল তো কিছুই নাই,
এতে ভুল তো কিছুই নাই।
তুই যেমন খোঁড়া তেম্নি কানা মিলিয়ে দিছি ভাই।
এতে ভুল তো কিছুই নাই,

বঙ্ক। ভুল থাক, আর না থাক, তুই যা করেছিস,
এই এই খানে (চক্ষু দেখাইয়া) যে দাগা দিয়েছিস্,
তার ভুগতে হবে ফল,
তোর গরম গরম ভালবাসায় পড়বে শীতল জল ॥

রূপা। তোর অভিশাপ, আমার আশীর্ব্বাদ!

ক-কু। ছি ছি! বিবাদে প্রয়োজন নাই, বঙ্কবিহারী, নিজের অদৃষ্টে সন্তুষ্ট থাকাই কর্ত্তব্য।

বঙ্ক। ভাল দাদা তাই কর্ব্বো! আর না করেই বা কর্ব্বো কি? সম্পত্তিও খোয়াতে পারবো না, আর জেলেও যেতে পারবো না। এখন এস, আমার সর্ব্বস্ব ধন! কালা খোনা মাণিক! তোমায় নিয়ে দুনিয়ার সাধ মেটাই।

(সুন্দরীর হস্ত ধারণ।)

সুন্দরী। (ঐ) হাঁা, এই বেশ, দেখ দিকিন কেমন দেখাল।

বাপ্পা। শক্তিরূপিণী! তোমরা আজ হ'তে আমার জীবন সঙ্গিনী হ'লে।

কমল। প্রভু! আপনি যে চরণে স্থান দিলেন এই আমাদের যথেষ্ট! আপনি যথায় যাবেন, আমরাও তথায় যাব।

আশা। রণে বনে সঙ্কটে আপনার পাছু পাছু হব।

শুভ্র। সুখে, অসুখে, স্থানে, অস্থানে আপনার সেবা করে আমরা চরিতার্থ হব।

প্রভা। বিপদে সম্পদে সমভাবে আপনার পরিচর্য্যা ক'রে নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান কোর্ব্ব।

পুষ্প। আপনার মঙ্গলের জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, তাও আমরা অকাতরে দোব!

বালীয়। সবাই তো সব করবে হামরা কি করবো?

দেব। হামরা হামাদের ভাইয়াকে রাজতক্তে বসাইয়ে দেওতার মত পূজো কর্ব্বো, আওর কি কর্ব্বো?

(পুষ্পাভরণে ভূষিতা যুবতী বালিকাগণের প্রবেশ)।

গীত।

প্রাণ দেওয়া দিয়ি, আর নেওয়া নিয়ি,
হেথায় চল্‌ছে ভাল বেশ।
সুখের সাগর উথলেছে ভাই,
নাইক দুঃখের লেশ॥

কমল, আশা, শুভ্র, প্রভা, পুষ্প। —
আমরা নিয়েছি দিয়েছি পেয়েছি প্রাণ,
গাইছে হৃদয় প্রেমেরি গান,

রূপসী। আমিও আমার পেয়েছি,
পেয়ে চরণে পরাণ সঁপেছি,

সুন্দরী। আমায় ত নাগর নিয়েছে
আমিও নাগর নিয়েছি,
আমিও না মরে মর্য্যাদা হারিয়েছি।

বালিকাগণ। আহা বেশ! আহা বেশ! আহা বেশ!
এখন মৃদু মধু ভাষ, লহু লহু হাস,
কান্না হ'ল শেষ॥

যবনিকা।

